KOICA
Korea International Cooperation Agency

IOM
UN MIGRATION

এয়ারপোর্ট এপিবিএন সদস্যদের জন্য

মানবপাচার

মোকাবিলা সক্ষমতা উন্নয়ন

ব্যবহারিক নির্দেশিকা

Practical Guidelines

on

Counter Human Trafficking

For members of Airport APBn

এই প্রকাশনায় প্রকাশিত মতামত লেখকের এবং এটি আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম)-এর মতাদর্শের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নাও হতে পারে। এই প্রকাশনায় যেসব সংজ্ঞা ব্যবহৃত হয়েছে এবং যেসব উপকরণ উপস্থাপিত হয়েছে তা কোনো দেশ, অঞ্চল, শহর বা এলাকার আইনগত মর্যাদা বা কর্তৃপক্ষ, সীমান্ত বা কোনো সীমারেখা সম্পর্কে আইওএম-এর মতামতকে প্রতিফলিত করে না।

আইওএম এই মূলনীতিতে বিশ্বাস করে যে, মানবিক ও নিয়মতান্ত্রিক অভিবাসন সবার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। একটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংগঠন হিসেবে আইওএম, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এর সহযোগীদের নিয়ে অভিবাসনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সহায়তা, অভিবাসনের বিভিন্ন বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি, অভিবাসনের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উৎসাহ প্রদান এবং অভিবাসীদের মানবিক মর্যাদার প্রতি যথাযথ সম্মান ও তাদের কল্যাণের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এই প্রকাশনাটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে, Korea International Cooperation Agency (KOICA)-এর অর্থায়নে, আইওএম বাংলাদেশ বাস্তবায়িত 'বাংলাদেশে মানবপাচার প্রতিরোধে একটি সমন্বিত প্রকল্প'— এর আওতায় প্রস্তুতকৃত ও প্রকাশিত। প্রকাশনাটির সর্বস্বত্ব আইওএম কর্তৃক সংরক্ষিত।

গবেষণা ও সম্পাদনা : **মোঃ শাহ আলম**

কনসালট্যান্ট, আইওএম

এবং অতিরিক্ত আইজিপি (অবঃ), বাংলাদেশ পুলিশ

https://www.linkedin.com/in/md-shah-alam-86b162337

প্রকাশনায় : **আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম)**

ইউএন হাউজ, বাড়ি # ১ (১ম, ১০ম এবং১২ তলা), রোড # ৮৬/৮৮

গুলশান-২, ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ

টেলিফোন : +৮৮০২৫৫০৫১৭৫১-৬৫

ফ্যাক্স : +৮৮ ০২ ৫৫০৪৪৮১৮-১৯

ইমেইল : IOMDhaka@iom.int

ওয়েবসাইট : http://www.iom.int

http://Bangladesh.iom.int

কপিরাইট : **© আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম)**

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। এই প্রকাশনার কোনো অংশের অনুলিপি, পুনঃব্যবহারযোগ্য পদ্ধতিতে সংরক্ষণ অথবা সম্প্রচারযোগ্য মাধ্যম, যেমন— ইলেক্ট্রনিক, যান্ত্রিক, প্রতিলিপিকরণ অথবা লিপিবদ্ধকরণের জন্য প্রকাশকের পূর্বলিখিত অনুমোদন আবশ্যক।

সূচি

মডিউল	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা	
$	Executive Summary (নির্বাহী সারসংক্ষেপ)	iii	xiv
১	মানব পাচার সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারণা	০৩	২৫
২	জেন্ডারভিত্তিক নির্যাতন ও পাচার	৩১	৪৩
৩	সংঘবদ্ধ অপরাধ হিসেবে মানব পাচার	৪৯	৬১
৪	সংশ্লিষ্ট বিদ্যমান আইনের মুখ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ	৬৭	৭৭
৫	ভিকটিম শনাক্তকরণ ও বাছাই	৮১	১১৪
৬	ভিকটিম রেফারেল প্রক্রিয়া	১১৯	১৪৭
৭	ভিকটিম উদ্ধার,পুণঃএকত্রীকরণ ও পুনর্বাসন	১৫৩	১৫৭
৮	ভিকটিম ও সাক্ষীর সুরক্ষা	১৬১	১৭০
৯	এনাকাপা পদ্ধতিতে তথ্য থেকে গোয়েন্দা তথ্য	১৭৩	১৯৮
#	প্রশিক্ষণ নির্দেশনা ও সূচি	২০৩	২২২

অনলাইন ট্রেনিং পোর্টাল ব্যবহারের নির্দেশিকা – tutelagebd.com

প্রিয় অংশগ্রহণকারী/পাঠকবৃন্দ,
আসসালামু আলাইকুম ও শুভেচ্ছা।

IOM পরিচালিত 'Combating Human Trafficking Offenses' কোর্সে আপনাকে স্বাগত। সশরীরে প্রশিক্ষণে উপস্থিত হওয়ার পূর্বে অনলাইন পাঠসমূহ সম্পন্ন করা বাধ্যতামূলক। বিকল্প হিসেবে আপনার প্রদত্ত 'Practical Guideline' অধ্যয়ন করতে পারেন।

ধাপে ধাপে লগইন নির্দেশিকা

১. আপনার ব্রাউজারে www.tutelagebd.com এ প্রবেশ করুন।

২. Login-এ ক্লিক করুন → Participant Login নির্বাচন করুন।

৩. আপনার Login Name এবং Password প্রদান করুন।

৪. প্রথম লগইন শেষে অবিলম্বে পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করুন।

৫. All Courses → My Courses এ ক্লিক করুন।

৬. কোর্স আইকনে ক্লিক করুন:

৭. মানবপাচার অপরাধ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক কোর্স (Combating Human Trafficking Offenses Course)

৮. ডান পাশে থাকা তালিকা থেকে আপনি যে টপিকটি পড়তে চান সেটি নির্বাচন করুন।

গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা

- প্রতিটি টপিকের MCQ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলে আপনি পরবর্তী টপিকে যেতে পারবেন না।
- সশরীরে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের আগে সব অনলাইন পাঠ ও রিসোর্স ভালোভাবে অধ্যয়ন করুন।
- লগইন সমস্যা হলে নিচের তথ্যসহ আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন:
  - আপনার ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বর
  - আপনার ই-মেইল ঠিকানা
  - BP নম্বর (শুধুমাত্র পুলিশ অফিসারদের জন্য)

আপনার শিক্ষাগত যাত্রার সফলতা কামনা করছি।

শুভেচ্ছান্তে,
মোঃ শাহ আলম, কনসালট্যান্ট, আইওএম
ই-মেইল: alamonly@gmail.com

১. মানব পাচার সম্পর্কিত প্রচলিত ও অপ্রচলিত ধারণা

১. মানব পাচার সম্পর্কিত প্রচলিত ও অপ্রচলিত ধারণা

১.১. মানব পাচার কি?

মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন- ২০১২ এর ধারা ৩ অনুসারে (১) 'মানব পাচার' অর্থ কোন ব্যক্তিকে—
(ক) ভয়ভীতি প্রদর্শন বা বলপ্রয়োগ করে; বা
(খ) প্রতারণা করে বা উক্ত ব্যক্তির আর্থ-সামাজিকবা পরিবেশগত বা অন্য কোন অসহায়ত্বকে (vulnerability) কাজে লাগিয়ে; বা
(গ) অর্থ বা অন্য কোন সুবিধা (kind) লেনদেন-পূর্বক উক্ত ব্যক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে এমন ব্যক্তির সম্মতি গ্রহণ করে;
বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে যৌন শোষণ বা নিপীড়ন বা শ্রম শোষণ বা অন্য কোনো শোষণ বা নিপীড়নের (exploitation) উদ্দেশ্যে বিক্রয় বা ক্রয়, সংগ্রহ বা গ্রহণ, নির্বাসন বা স্থানান্তর, চালান বা আটক করা বা লুকিয়ে রাখা বা আশ্রয় দেওয়া (harbour)।

(২) যেক্ষেত্রে কোন শিশু পাচারের শিকার হয়, সেইক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) হতে (গ) তে বর্ণিত মানব পাচার অপরাধ সংঘটনের মাধ্যমসমূহ (means)অনুসৃত হয়েছে কিনা তা বিবেচিত হবে না।

ব্যাখ্যা।— এ ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, যদি কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাইরে প্রতারণার মাধ্যমে, অসৎ উদ্দেশ্যে এবং বাধ্যতামূলক শ্রম বা 'সার্ভিচিউড' (servitude) বা ধারা-২ এর উপ-ধারা (১৫) এ বর্ণিত কোনো শোষণ বা নিপীড়নমূলক পরিস্থিতির শিকার হতে পারে মর্মে জানা থাকা সত্বেও অন্য কোন ব্যক্তিকে কাজ বা চাকুরীর উদ্দেশ্যে গমন, অভিবাসন বা বহির্গমন করতে প্রলুব্ধ বা সহায়তা করে, তা হলে উক্ত ব্যক্তির উক্ত কর্ম উপ-ধারা (১) এ সংজ্ঞায়িত 'মানব পাচার' এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

মানব পাচার প্রতিরোধ আইন ২০১২-এর ধারা ২(১৫) অনুসারে 'শোষণ' বা 'নিপীড়ন' (exploitation) অর্থ কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে তার **সম্মতিক্রমে বা বিনা সম্মতিতে** কৃত নিম্নলিখিত কার্যসমূহ, তবে কেবল এসব বিষয়েই এর অর্থ সীমিত হবে না-

(ক) পতিতাবৃত্তি বা যৌন শোষণ বা নিপীড়নের মাধ্যমে কোন ব্যক্তিকে শোষণ বা নিপীড়ন;
(খ) কোন ব্যক্তিকে পতিতাবৃত্তি অথবা পর্ণোগ্রাফি উৎপাদন বা বিতরণে নিয়োজিত করে মুনাফা ভোগ;
(গ) জবরদস্তিমূলক শ্রম বা সেবা আদায়;
(ঘ) ঋণ-দাসত্ব (debt-bondage), দাসত্ব বা সার্ভিচিউড্ (servitude), দাসত্বরূপ কর্মকান্ড, বা গৃহস্থালীতে সার্ভিচিউড্;
(ঙ) প্রতারণামূলক বিবাহের মাধ্যমে শোষণ বা নিপীড়ন;
(চ) কোন ব্যক্তিকে জোরপূর্বক বিনোদন ব্যবসায় ব্যবহার;
(ছ) কোন ব্যক্তিকে ভিক্ষাবৃত্তিতে বাধ্য করা; এবং
(জ) ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে অপরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গহানী বা কাউকে বিকলাঙ্গ করা;

মানব পাচার প্রতিরোধ আইন ২০১২-এর ধারা ২(১৯) অনুসারে 'সার্ভিচিউট' (servitude) অর্থ কাজ বা সেবা প্রদান করার বাধ্যবাধকতা অথবা কাজ বা সেবার জবরদস্তিমূলক শর্তাবলী, যা হতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিষ্কৃতি মেলে না বা যা তিনি ঠেকাতে বা পরিবর্তন করতে পারেন না।

জাতিসংঘ প্রটোকল ২০০০ (The ২০০০ UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children)-এর অনুচ্ছেদ ৩ অনুসারে (ক) "মানব পাচার" বলতে শোষণের উদ্দেশ্যে হুমকি বা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে বা অন্য ধরনের জবরদস্তি, অপহরণ, প্রতারণা, জালিয়াতি, ক্ষমতা বা দুর্বলতার অবস্থান অপব্যবহার করে কিংবা অর্থ প্রদান বা সুবিধা প্রদান বা গ্রহণ করে অন্য ব্যক্তির উপর নিয় ন্ত্রণ থাকা ব্যক্তির সম্মতি অর্জনের মাধ্যমে কোন ব্যক্তির নিয়োগ, পরিবহন, স্থানান্তর, আশ্রয় বা গ্রহণকে বোঝায় । শোষণ বলতে ন্যূনতমভাবে অন্যের পতিতাবৃত্তির শোষণ বা যৌন শোষণের অন্যান্য রূপ, জোরপূর্বক শ্রম বা পরিষেবা, দাসত্ব বা দাসত্বের অনুরূপ অনুশীলন, দাসত্ব বা অঙ্গ অপসারণকে বুঝায়।

(খ) উপ-অনুচ্ছেদ (ক) তে উল্লিখিত উদ্দেশ্যমূলক শোষণের জন্য মানব পাচারের শিকার ব্যক্তির সম্মতি অপ্রাসঙ্গিক হবে যেখানে উপ-অনুচ্ছেদে (ক) উল্লিখিত যে কোনও উপায় ব্যবহার করা হয়েছে;

(গ) শিশুর ক্ষেত্রে উপ-অনুচ্ছেদ (ক)-তে উল্লিখিত কোনও উপায়ের সাথে জড়িত না থাকলেও একটি শিশুর নিয়োগ, পরিবহন, স্থানান্তর, য় আশ্রয় বা প্রাপ্তি "মানব পাচার" হিসাবে বিবেচিত হবে;

(ঘ) "শিশু" অর্থ আঠারো বছরের কম বয় সী যেকোন ব্যক্তিকে বুঝাবে

লক্ষ্যণীয়:

- মানব পাচার দেশের ভিতরে বা বাহিরে হতে পারে,
- ভিকটিমের সম্মতিতে বা বিনা সম্মতিতে হতে পারে।

১.২. মানব পাচার মুখ্য উপাদানসমূহ

পাচারচক্রের মুখ্য উপাদানসমূহ যথা-কার্য, প্রক্রিয়া, পথ বা উপায় এবং উদ্দেশ্য ২০১২ সালের মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন-এর ধারা ৩ থেকে সরলীকৃত করে নিম্নলিখিত ছকে উপস্থাপন করা হল:

১। **কার্য (Act)**- কোন নারী, পুরুষ বা শিশু বিক্রয় বা ক্রয়, সংগ্রহ বা গ্রহণ, নির্বাসন বা স্থানান্তর, চালান বা আটক করা বা লুকিয়ে রাখা বা আশ্রয় দেওয়া।

২। **কারণ বা উদ্দেশ্য**- (Purpose) যৌন শোষণ বা নিপীড়ন বা শ্রম শোষণ বা অন্য কোনো শোষণ বা নিপীড়ন।

৩। **পদ্ধতি বা উপায় (Means)- (ক)** ভয়ভীতি প্রদর্শন বা বলপ্রয়োগ করে; বা **(খ)** প্রতারণা করে বা উক্ত ব্যক্তির আর্থ-সামাজিক বা পরিবেশগত বা অন্য কোন অসহায়ত্বকে (vulnerability) কাজে লাগিয়ে; বা **(গ)** অর্থ বা অন্য কোন সুবিধা (kind) লেনদেন-পূর্বক উক্ত ব্যক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে এমন ব্যক্তির সম্মতি গ্রহণ করে; তবে পাচারের শিকার কোন শিশু হলে, এ সব পদ্ধতির কোনটাই অনুসৃত হওয়া অত্যাবশ্যক নয়।

অতএব, ধরে-বেঁধে নিয়ে না গেলে পাচার হয় না, এমন ধারণা নিতান্তই অযৌক্তিক! আবার পতিতাবৃত্তি ছাড়া অন্যান্য উদ্দেশ্যেও পাচার অপরাধ সংঘটিত হতে পারে। সর্বোপরি, যিনি ভিকটিমকে সাথে নিয়ে ভ্রমণ করেন,

শুধু তিনিই নন, বরং পাচারের শিকার ব্যক্তিকে চিহ্নিতকারী, নিয়োগকারী, বহনকারী, পরিবহনকারী, ট্রানজিট-প্রদানকারী, সংগ্রহকারী বা চূড়ান্ত ব্যবসা পরিচালনাকারীসহ সকল সুবিধাভোগী, আশ্রয়দাতা ও গডফাদারদের আইনের আওতায় আনতে হবে।

বয়স	পদ্ধতি/উপায়	+	কার্য	+	উদ্দেশ্য
১৮ বছর বা তদুর্ধ	(ক) ভয়ভীতি প্রদর্শন করে (খ) বলপ্রয়োগ করে (গ) প্রতারণা করে বা (ঘ) উক্ত **ব্যক্তির আর্থ-সামাজিক বা পরিবেশগত বা অন্য কোন অসহায়ত্বকে কাজে লাগিয়ে** (ঙ) অর্থ বা অন্য কোন সুবিধা লেনদেন-পূর্বক উক্ত ব্যক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, এমন ব্যক্তির সম্মতি গ্রহণ করে;		বিক্রয় বা ক্রয়, সংগ্রহ বা গ্রহণ, নির্বাসন বা স্থানান্তর, চালান বা আটক করা বা লুকিয়ে রাখা বা আশ্রয় দেওয়া কিংবা এরূপ পরিস্থিতির শিকার হতে পারে মর্মে জানা থাকা সত্ত্বেও কাজ বা চাকুরীর উদ্দেশ্যে গমন, অভিবাসন বা বহির্গমন করতে প্রলুব্ধ বা সহায়তা করা।		যৌন শোষণ বা নিপীড়ন বা শ্রম শোষণ বা অন্য কোনো শোষণ বা নিপীড়ন।
১৮ বছরের নিম্নে	**ভয়ভীতি, বলপ্রয়োগ, প্রতারণা প্রভৃতি সহ বা ছাড়া**				

১.৩. ভিকটিম এবং পাচারকারীদের প্রোফাইল

১.৩.১. পাচারের শিকার কারা হতে পারে?

পাচারের শিকার যে কেউ হতে পারে: প্রাপ্তবয়স্ক, শিশু, মহিলা বা পুরুষ; শিক্ষিত বা নিরক্ষর; শারীরিকভাবে সক্ষম বা প্রতিবন্ধী। মানব পাচারে সম্ভাব্য ভিকটিম বা ক্ষতিগ্রস্তকে টার্গেট বা 'লক্ষ্য' বানানো হয় তার দুর্বলতাকে পুঁজি করে এবং শোষণের উদ্দেশ্যে। তাই সুনির্দিষ্টভাবে বললে, পাচারের জন্য বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হচ্ছে-

(ক) সংকট-আক্রান্ত জনগোষ্ঠী
(খ) সঙ্গহীন শিশু, পরিবার বিচ্ছিন্ন শিশু বা এতিম
(গ) একক-প্রধান পরিবার, বিশেষ করে যাদের প্রধান মহিলা বা শিশুরা
(ঘ) অল্পবয়সী থেকে মধ্যবয়সী সক্ষম দেহের পুরুষ যিনি সক্রিয়ভাবে কাজ খুঁজছেন
(ঙ) গার্হস্থ্য/পারিবারিক সহিংসতা বা লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতার কোন প্রকার বেঁচে থাকা (survivor) মহিলা ও শিশু
(চ) পাচারকৃত ব্যক্তি (পুনঃপাচারের ঝুঁকি)
(ছ) শরণার্থী, আশ্রয় প্রার্থী, রাষ্ট্রহীন ব্যক্তি এবং দেশের অন্যান্য জাতিগত সংকটে ভোগা ব্যক্তি
(জ) জাতিগত, নৃতাত্ত্বিক, ধর্মীয়, সামাজিক এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী
(ঝ) নদীভাঙ্গন বা দুর্যোগ বা অন্য যে কোন কারণে অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি বা IDPs
(ঞ) আর্থ-সামাজিক, সংস্কৃতি, জাতি, বর্ণ, গোত্র এবং ধর্ম ভেদে বিভিন্ন পটভূমি থেকে আসা ব্যক্তি

১.৩.২. পাচারজনিত ক্ষতির শিকার ব্যক্তি বা সংস্থা

মানব পাচারের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বা নেতিবাচক প্রভাবের সম্মুখীন হতে পারে এমন ব্যক্তি বা সংস্থাগুলোর বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো:

১। **ভিকটিম:** মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিরা যারা অপরাধের ফলে সবচেয়ে প্রত্যক্ষ এবং তাৎক্ষণিক ক্ষতির শিকার য় হয় । তারা যে শোষণের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে তার ফলস্বরূপ তারা শারীরিক, মানসিক ও আবেগগত ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে।

২। **পরিবার ও সম্প্রদায়:** পরিবার এবং সম্প্রদায় গুলি মানব পাচারের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে, কারণ ভুক্তভোগীদের তাদের বাড়ি এবং প্রিয় জনদের কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া হতে পারে, মানসিক এবং আর্থিক বোঝা রেখে।

৩। **ব্যবসা:** মানব পাচারের ফলে বৈধ ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, কারণ পাচারকৃত ব্যক্তিরা কম মজুরির জন্য কাজ করতে বাধ্য হতে পারে, যা আইনত নিযুক্ত শ্রমিকদের মজুরি কমিয়ে দেয় ।

৪। **সরকার:** সরকার মানব পাচারের প্রতিক্রিয়ার খরচ বহন করতে পারে, যার মধ্যে আইন প্রয়োগকারীর খরচ, ভিকটিম পরিষেবা এবং প্রতিরোধের প্রচেষ্টা রয়েছে। উপরন্তু, মানব পাচারের ফলে সরকার কর রাজস্ব হারাতে পারে এবং অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতা হ্রাস পেতে পারে।

৫। **সামগ্রিকভাবে সমাজ:** মানব পাচার এমন একটি অপরাধ যা মানুষের মর্যাদা এবং মৌলিক মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধার মূল্যবোধকে ক্ষুণ্ন করে। পাচারের নেতিবাচক প্রভাব সমাজ জুড়ে প্রতিফলিত হতে পারে। এটি বিশ্বাস এবং সামাজিক সংহতিকে ক্ষুন্ন করে।

১.৩.৩. পাচারকারী কে?

মানব পাচারকারীরা, তাদের ভিকটিম বা শিকারের মতোই নানা প্রেক্ষাপটের হতে পারেঃ~

- পাচারকারী পুরুষ বা মহিলা হতে পারে;
- তারা কোন সংঘবদ্ধ অপরাধী গোষ্ঠীর একজন হতে পারে বা স্বতন্ত্রভাবে কাজ করতে পারে
- অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের একজন হতে পারে কিংবা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর একজন হতে পারে।
- পরিবারের সদস্য, নিকটাত্মীয়, প্রিয়জন, বন্ধু বা প্রতিবেশী হতে পারেন
- পাচারকারী একজন শিক্ষক, আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা, মানবতাবাদী অভিনেতা, ডাক্তার বা ব্যবসায়ী হতে পারে
- কোন রিফিউজি ক্যাম্পে বা বাইরে কাজ করা কেউ হতে পারে;
- এমনকি ইতোপূর্বে পাচারের শিকার হয়েছিলেন এমন ব্যক্তিও হতে পারে।

১.৩.৪. পাচারের সুবিধাভোগী

মানব পাচার একটি সংগঠিত অপরাধ (organized crime), যা মানুষের শোষণের মাধ্যমে আর্থিক বা ব্যক্তিগত লাভ অর্জনের উদ্দেশ্যে সংঘটিত হয়। এ অপরাধের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থা সরাসরি বা পরোক্ষভাবে এ শোষণমূলক কার্যক্রম থেকে উপকৃত হয়। মানব পাচারের প্রকৃতি বুঝতে হলে কে বা কারা পাচার থেকে লাভবান হয় তাদের সনাক্ত করা ও বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পাচারের সুবিধাভোগীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে:

১। প্রলুব্ধকারী (শিকারকারী বা প্রলোভনদাতা):
এরা এমন ব্যক্তি যারা সম্ভাব্য শিকারকে নানা কৌশলে আকৃষ্ট ও বিভ্রান্ত করে। সাধারণত মিথ্যা/লোভনীয় চাকরির প্রস্তাব, বিদেশে/উন্নত দেশে পাঠানোর প্রতিশ্রুতি, অথবা উন্নত জীবনের স্বপ্ন দেখিয়ে তারা শিকারদের ফাঁদে ফেলে।

২। নিয়োগকর্তা (শ্রম পাচারে জড়িত):
শ্রম পাচারের ক্ষেত্রে, নিয়োগকর্তারা পাচার হওয়া ব্যক্তিদের কম মজুরিতে বা ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে কাজ করিয়ে লাভবান হয় । তারা শ্রমিকদের অধিকার বা সুরক্ষা নিশ্চিত না করেও তাদের ব্যবহার করে।

৩। দালাল ও মধ্যস্থতাকারী:
এই গোষ্ঠী পাচারকারী ও গ্রাহকের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। অনেক সময় তারা মানুষ কেনাবেচা, পরিবহন বা আবাসনের ব্যবস্থা করে থাকে। দালাল বা মধ্যস্থতাকারী এককভাবে বা দলগতভাবে কাজ করতে পারে।

৪। সংগঠক ও রূপরেখাকারী:
পাচারের মূল সুবিধাভোগী হলো সেই ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যারা মানব পাচার সংঘটন, পরিবহন ও শোষণ প্রক্রিয়ার পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ করে। তারা জোরপূর্বক শ্রম, ঋণের দাসত্ব, কিংবা যৌন শোষণের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে।

৫। পতিতালয়ের মালিক ও যৌন শোষণ দালাল:
যৌন পাচারে জড়িত ব্যক্তিরা যেমন পতিতালয় মালিক, পিম্প বা অন্যান্য দালাল শিকারদের যৌন বৃত্তিতে বাধ্য করে তাদেরকে পণ্যে পরিণত করে অর্থ উপার্জন করে।

৬। গ্রাহক বা ভোক্তা:
যারা পাচারকৃত ব্যক্তিদের কাছ থেকে যৌন পরিষেবা বা জোরপূর্বক শ্রম কেনে তারা সরাসরি শোষণ প্রক্রিয়ার সুবিধাভোগী হিসেবে বিবেচিত।

৭। দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তা:
কিছু সরকারি বা সীমান্ত নিরাপত্তা কর্মকর্তা ঘুষ গ্রহণ করে পাচারকারীদের চলাচলে/সীমান্ত অতিক্রমে সহযোগিতা করতে পারে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে চোখ বন্ধ রাখে, যা তাদের পাচার কার্যক্রমে পরোক্ষ অংশীদার করে তোলে।

৮। সক্রিয়কারক বা সহায়তাকারী (Enablers):
যারা পাচারকারীদের আর্থিক, আইনি বা লজিস্টিক সহায় তা দেয় , যেমন□ব্যাংকার, হিসাবরক্ষক, পরিবহন ব্যবস্থা প্রদানকারী, কিংবা আইনজীবী। তারা জেনেবুঝে এই অপরাধে সহায় তা করে এবং লাভবান য়হয়।

৯। তৃতীয় পক্ষ (Thirdparty beneficiaries):
কিছু ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান জেনে বা না জেনে পাচারকৃত শ্রম বা সেবা ব্যবহার করে উপকৃত হয়। যেমন: কোনো প্রতিষ্ঠান যদি সস্তা পণ্য উৎপাদনের জন্য পাচারকৃত শ্রমিক ব্যবহার করে, তবে তারাও এই অপরাধের সুবিধাভোগী।

মানব পাচারের সুবিধাভোগীরা একক কোনো গোষ্ঠী নয় □এরা সমাজের বিভিন্ন স্তরে ছড়িয়ে থাকে এবং তাদের ভূমিকা প্রেক্ষাপটভেদে পরিবর্তিত হয়। এই সমস্ত পক্ষকে চিহ্নিত করে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করাই মানব পাচার প্রতিরোধে অন্যতম প্রধান কৌশল।

১.৪. পাচারের ক্ষেত্রে শোষণের ধরন

পাচারের ভিকটিমরা কি ধরনের শোষণের শিকার হয়, তার বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো। মনে রাখতে হবে, এ তালিকাটি সম্পুর্ণ নয়।

১. **সশস্ত্র সংঘাতে জোরপূর্বক অংশগ্রহণ:** অ-রাষ্ট্রীয় সশস্ত্র গোষ্ঠী (এনএসএজি) এবং অন্যান্য বিদ্রোহী গোষ্ঠী বা মিলিশিয়া) শিশু বা প্রাপ্তবয়স্কদের সংঘাতে জড়াতে কিংবা সামরিক কাজে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করে, কখনও রান্নাবান্না, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, গুপ্তচরবৃত্তি বা যৌন দাসত্বের জন্য তাদের ব্যবহার করে।

২. **যৌন শোষণ:** ভুক্তভোগীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যৌন কাজে বাধ্য করা হয় □ যেমন ম্যাসেজ পার্লার, স্পা সেন্টার, হোটেল, রাস্তার/ভ্রাম্যমাণ পতিতাবৃত্তি, বা এসকর্ট সার্ভিসে।

৩. **পর্নোগ্রাফি তৈরি :** ভুক্তভোগীকে ছবি, ভিডিও বা লাইভ শোতে যৌন কার্যকলাপে বাধ্য করা হয়।

৪. **বাধ্যতামূলক শ্রম:** ভবন তৈরি, মাছ ধরা, কৃষিকাজ, খনিতে খাটানো, অথবা হোটেল রেস্তোরাঁয় জোর করে খাটানো হয় ।

৫. **জোরপূর্বক বিয়ে:** অর্থনৈতিক বা সামাজিক চাপের মুখে মেয়েদের জোর করে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয় □ কখনও নিরাপত্তার বিনিময়ে, কখনও চুক্তির কারণে।

৬. **গৃহস্থালী দাসত্ব:** ছেলেমেয়েদের আত্মীয় বা অপরিচিতের বাসায় গৃহকর্মে লাগানো হয়। তাদের ঠিকমতো খাবার, বেতন, কিংবা শিক্ষা দেওয়া হয় না।

৭. **জোর করে ভিক্ষা বা পণ্য বিক্রি করানো:** অনেক শিশু, প্রতিবন্ধী বা বৃদ্ধকে রাস্তার মোড়ে বা জনসমাগমপূর্ণ স্থানে দাঁড় করিয়ে ভিক্ষা করানো হয়। এর মাধ্যমেউপার্জনের টাকা তারা পায় না।

৮. **অপরাধে বাধ্য করা:** শিশুদের বা কিশোরদের চুরি, মাদক বিক্রি বা অস্ত্র পাচারে বাধ্য করা হয়।

৯. **অঙ্গ বিক্রি:** কখনও কিডনি, লিভার বা টিস্যু জোর করে বা অজ্ঞাতসারে কেটে নেওয়া হয়।

১০. **দাসত্ব :** একজন মানুষকে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্যের নিয়ন্ত্রণে থাকতে বাধ্য করা।

১১. **ঋণের বেড়াজাল:** ঋণের বিনিময়ে কাউকে শ্রম দিতে বাধ্য করা যেখানে সে ঋণ শোধ হয় না কখনও।

১২. **একাধিক ধরনের শোষণ:** একজন মানুষ একসাথে একাধিক শোষণের শিকার হতে পারে যেমন যৌন শোষণ ও শ্রম শোষণ।

১৩. **শিশু উৎপাদন বা কুসংস্কারে ব্যবহার:** মেয়েদের সন্তান উৎপাদনের জন্য গর্ভধারণে বাধ্য করা হয়, বা শিশুর অঙ্গ কুসংস্কারে ব্যবহারের জন্য বিক্রি করা হয়।

১.৫. পাচারের শিকারদের নিয়ন্ত্রণের কৌশল

মানব পাচারকারীরা যেসব মানুষকে ফাঁদে ফেলে, তাদেরকে পাচারকারীরা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে অনেক ধরণের কৌশল বা চালাকি ব্যবহার করে। সবসময় এসব কৌশল হিংস্র বা ভয়ঙ্কর নাও হতে পারে কিছু পদ্ধতি বেশ সূক্ষ্ম ও গোপন থাকে, যাতে ভুক্তভোগীরা বুঝতেই পারে না যে তারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

নিচে নিয়ন্ত্রণের কিছু সাধারণ পদ্ধতি উল্লেখ করা হলো:

নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি	কীভাবে ব্যবহার করা হয়
শারীরিক সহিংসতা	মারধর, যৌন নির্যাতন বা হত্যার ভয় দেখানো
প্রতারণা ও হুমকি	মিথ্যা চাকরির আশ্বাস, পরে ভয় দেখানো
ভালবাসা/সম্পর্ক	প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলে /বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফাঁদে ফেলা
ব্র্যান্ডিং/ট্যাটু	দাস হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য শরীরে ট্যাটু অংকন
কারাবাস	ঘরে বা ছোট জায়গায় আটকে রাখা
মানসিক নির্যাতন	অপমান করা, আত্মবিশ্বাস ভেঙে দেওয়া
সীমিত স্বাধীনতা	বাইরে যেতে না দেওয়া, ফোন/ইন্টারনেট বন্ধ ব্যবহার করতে না দেওয়া
পরিবারকে ভয় দেখানো	“পালালে তোমার পরিবারকে ক্ষতি করবো”
মিথ্যা প্রতিশ্রুতি	ভালো বেতন বা ভিসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধোঁকা দেওয়া
ঋণের দাসত্ব	ভুয়া খরচ দেখিয়ে ঋণ ফাঁদে ফেলা
ধর্ম বা সংস্কৃতির অপব্যবহার	ধর্মীয় বা কুসংস্কার ব্যবহার করে ভয় দেখানো
পিতামাতার সম্মতি ব্যবহার	অভিভাবকদের বোঝানো বা ভুল তথ্য দেওয়া

মনে রাখবেন: যদি কাউকে শারীরিকভাবে আঘাত নাও করা হয়, তবুও সে যদি উপরের যে কোনো কৌশলের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত থাকে তাহলে সে একজন মানব পাচারের শিকার।

কেস স্টাডি ১: “সাবিনার প্রেমের ফাঁদ” (রোমান্স + সীমাবদ্ধতা + হুমকি)
ঘটনা: সাবিনা (১৭) ফেসবুকে “রায়হান” নামের এক ছেলের সঙ্গে পরিচিত হয়। এক সময় রায়হান বলে, “চলো ঢাকা ঘুরতে যাই”। ঢাকায় নিয়ে সে সাবিনাকে একটি হোটেলে রাখে। কিছুদিন পর সাবিনাকে বলে, “তোমাকে ভালোবাসি, কিন্তু এখন তোমাকে কিছুদিন কাজ করতে হবে।”

এ কেস স্টাডিতে কি ধরণের **নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি** কাজ করেছে? এবং তা **কীভাবে ব্যবহার করা হয়েছে?**

কেস স্টাডি ২: "জাহিদের বিদেশ যাওয়ার স্বপ্ন" (ঋণের দাসত্ব + সহিংসতা)

ঘটনা: জাহিদ (২৫) দালালের মাধ্যমে সৌদি আরব যায়। সেখানে যাওয়ার পর দেখা যায়, পাসপোর্ট নিয়ে নেওয়া হয়েছে, নানা অজুহাতে বেতন কাটা হয়। একবার পালাতে গিয়ে ধরা পড়লে তাকে মারধর করা হয়। সে কখনও সাহস করে বাংলাদেশ দূতাবাসেও যেতে পারেনি।

এ কেস স্টাডিতে কি ধরণের **নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি** কাজ করেছে? এবং তা **কীভাবে ব্যবহার করা হয়েছে?**

১.৬. পাচারের পরিণতি ও ভিকটিমের উপর পাচারের আচরণগত প্রভাব

মানব পাচার শুধু একজন মানুষকে শোষণ করে না□এটি তার শরীর, মন ও আত্মবিশ্বাসকে ধ্বংস করে দেয়। বিশেষ করে, যারা আগে থেকেই গরিব, বাস্তুচ্যুত (যেমন শরণার্থী), বা যুদ্ধ/সংঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত□তাদের ওপর এই প্রভাব আরও মারাত্মক হয়।

পাচারের সময় শিকার কি কি সহ্য করে:

- শারীরিক নির্যাতন (মারধর, ঘুমাতে না দেওয়া ও খাবার বন্ধ রাখা)
- যৌন নির্যাতন (ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্যবহার)
- মানসিক নির্যাতন (ভয়, অপমান, একঘরে করা)
- কাজের জন্য জবরদস্তি করা, প্রতারণা, অপমানজনক কাজ, বেতন না দেওয়া ইত্যাদি।

এই অভিজ্ঞতাগুলো দীর্ঘ সময় ধরে চলতে পারে। তাই, মানব পাচার সাধারণ অপরাধের মতো একবার হয় না□ এটা দীর্ঘকালীন নির্যাতনের মতো।

পাচারের কারণে ভুক্তভোগীর আচরণে যেসব পরিবর্তন দেখা যায়:

আচরণ	কীভাবে দেখা যায়
ভয় বা দ্বিধা	নিজের অভিজ্ঞতা বুঝাতে বা বলতে পারে না
ভিন্ন ভিন্ন কথা	একবার একরকম কথা বলে, আবার বদলে ফেলে
স্মৃতি হারানো	কী ঘটেছে তা ভুলে যেতে পারে
নিজের দুঃখ গোপন রাখা	বলার সময় হেসে ফেলতে পারে বা হালকা করে বলে
সহায়তার দরকার বুঝতে না পারা	সাহায্য দরকার কি না□নিজেই জানে না বা বুঝতে পারেনা
নিজেকে অচেনা লাগা	"আমি তো এমন ছিলাম না" এমন ভাব
সময় গুলিয়ে ফেলা	কখন কী ঘটেছে□ঠিক মনে করতে পারে না
ভয়, কষ্ট, লজ্জা, দুশ্চিন্তা	সব মিলে সে যেন বোবা হয়ে যায়, অনুভূতি সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারেনা
এড়িয়ে যাওয়া	প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া বা পাশ কাটিয়ে যাওয়া
সহযোগিতা করতে ভয়	কেউ সাহায্য করতে চাইলে সন্দেহ করে
ট্রমাটাইজড থাকা	ভিকটিম নির্যাতনের শিকার হলে ট্রমায় ভুগতে পারে এবং আতংকগ্রস্ত হতে পারে।

তাই মনে রাখতে হবে□ভুক্তভোগী যদি অস্পষ্ট কথা বলে, কিছু মনে না রাখতে পারে, বা সহযোগিতা করতে না চায়, তবুও তার উপর ভরসা রাখা জরুরি।

কেস স্টাডি: "রুবিনার গল্প"

ঘটনা সংক্ষেপ: রুবিনা (২০ বছর বয়সী) গার্মেন্টসে চাকরির প্রতিশ্রুতি পেয়ে শহরে আসে। কিন্তু পরে দেখা যায়, তাকে পতিতাবৃত্তির জন্য বাধ্য করা হয়। কয়েক মাস ধরে তাকে মারধর করা হয়, বাইরে যেতে দেওয়া হয় না, খাবারও ঠিকমতো দেওয়া হয় না। শেষে একদিন সে পালিয়ে আসে।

যখন পুলিশ তাকে উদ্ধার করে, সে ঠিকঠাকভাবে কথা বলতে পারে না। প্রশ্ন করলে চুপ করে থাকে বা একেকবার একেক রকম উত্তর দেয়। প্রাথমিকভাবে মনে হলো, সে মিথ্যা বলছে। কিন্তু একজন প্রশিক্ষিত অফিসার বোঝে□ এগুলো তার মানসিক ট্রমার লক্ষণ।

দেখা গেল:
রুবিনা অনেক কিছু ভুলে গেছে।
কখন কী ঘটেছে মনে করতে পারে না।
কখনো হাসছে, কখনো চুপ থাকছে।
সে সাহায্য নিতে ভয় পাচ্ছে, কারণ পাচারকারীরা বলেছিল□"পুলিশ তোমাকে আবার আমাদের হাতে তুলে দেবে।"

এই গল্প থেকে বোঝা যায়:

- পাচারের শিকাররা সবসময় পরিষ্কার করে কথা বলতে বা সাহায্য চাইতে পারে না।
- তাদের আচরণ অস্বাভাবিক মনে হলেও সেটাই অনেক সময় ট্রমার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া।

প্রশিক্ষকের জন্য পরামর্শ: এই অধ্যায় শেখানোর সময় গল্প, ছবি, নাটক বা রোল প্লে ব্যবহার করলে অংশগ্রহণকারীরা আরও ভালোভাবে বিষয়টি বুঝতে পারবে।

রোলপ্লে স্ক্রিপ্ট: রুবিনার গল্প

চরিত্রসমূহ

১. রুবিনা – পাচারের শিকার, ২০ বছর বয়সী।
২. পুলিশ অফিসার – উদ্ধারকারী কর্মকর্তা, মানব পাচার সম্পর্কে প্রশিক্ষিত।
৩. এনজিও কেস ম্যানেজার – উদ্ধার পরবর্তী সেবাদানকারী সংস্থা থেকে আসা।

দৃশ্য ১: থানার অফিসে

[পুলিশ অফিসার মৃদু কণ্ঠে কথা বলেন, রুবিনা পাশে বসে আছে, গাঢ় রঙের ওড়না দিয়ে মুখ ঢাকা]

পুলিশ অফিসার: রুবিনা, তুমি চিন্তা করো না। এখন তুমি নিরাপদ। আমরা তোমার কথা শুনতে চাই। তুমি আমাদের যা বলতে চাও, ধীরে ধীরে বলো।

রুবিনা (নিচু গলায়): আমি... আমি আসলে জানি না কিভাবে বলবো। আমি শুধু চাকরির জন্য এসেছিলাম...

পুলিশ অফিসার: কোনও সমস্যা নেই। তুমি যে যেমন পারো, বলো। আমরা এখানে সাহায্য করতে এসেছি, বিচার করতে না।

রুবিনা (থেমে থেমে): ওরা... প্রথমে বলেছিল গার্মেন্টসে কাজ। পরে এক বাসায় নিয়ে গেল।... এরপর... দরজা বন্ধ করে দিল। আমি চিৎকার করেছিলাম...
[সে কান্না চেপে রাখে। পুলিশ অফিসার পানি এগিয়ে দেন]

পুলিশ অফিসার: আমি বুঝতে পারছি, এটা তোমার জন্য কত কঠিন। তুমি শুধু জানো, তুমি দোষী না।

দৃশ্য ২: রুবিনা ও তদন্তকারী কর্মকর্তার মধ্যে আলোচনা
তদন্তকারী কর্মকর্তা: রুবিনা, এখন থেকে আমরা তোমার পাশে আছি। তুমি চাইলে কাউন্সেলিং নিতে পারো, এবং নিরাপদ আশ্রয়েও যেতে পারো।

রুবিনা: আমার এখনো ভয় লাগে। মনে হয় ওরা আবার এসে আমাকে নিয়ে যাবে...

তদন্তকারী কর্মকর্তা: তোমার ভয়টা আমরা বুঝি। কিন্তু আমরা কিছু এনজিও'র সাথে কাজ করছি। তুমি চাইলে তুমি নতুন কাজের প্রশিক্ষণ পাবে, চিকিৎসা পাবে।

রুবিনা: আমি... জানি না... আমি সব কিছু গুলিয়ে ফেলি... কখন কী হয়েছে মনে থাকে না...

তদন্তকারী কর্মকর্তা: এটা খুব স্বাভাবিক। তোমার মতো যারা এমন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে গেছে, তাদের অনেকেই এমনভাবে অনুভব করে। ধীরে ধীরে সব ঠিক হবে।

রোলপ্লে শেষে আলোচনা প্রশ্ন (Trainer's Note):
১. পুলিশ অফিসার কীভাবে সহানুভূতির সঙ্গে কথা বলেছে?
২. রুবিনার আচরণে কী লক্ষণ দেখা গেছে যে সে ট্রমার শিকার?
৩. **তদন্তকারী কর্মকর্তা** কীভাবে ভুক্তভোগীর আস্থা অর্জনের চেষ্টা করেছে?
৪. এই রোলপ্লেতে কোন পয়েন্টগুলো "পাচারের আচরণগত প্রভাব" অধ্যায়ের সাথে মেলে?

১.৭. পাচার করা শিশু

শিশুরা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকে যখন মানব পাচারের মতো অপরাধ ঘটে। কারণ তারা ছোট, দুর্বল এবং অনেক কিছু বোঝে না। অনেক সময় তাদের পরিবারের কেউই না বুঝে বা না জেনে পাচারকারীদের হাতে তুলে দেয়। আবার কখনো পরিবারের কোনো সদস্যই জড়িত থাকে।

পাচারের কারণে শিশুদের জীবনে যে সমস্যা বা পরিবর্তন আসে, তা অনেক সময় সারা জীবনের জন্য থেকে যায়। নিচে এমন কিছু সমস্যার ব্যাখ্যা দেওয়া হলো:

১। *শেখা ও বুঝতে সমস্যা হয়*
পাচার হওয়া শিশুরা ঠিকভাবে কথা বলতে পারে না, স্কুলে মন বসে না, পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়ে।

তাদের মেধা বিকাশ, ভাষার দক্ষতা আর স্মরণশক্তি অনেক কমে যায়।

২। *তথ্য বা ঘটনা বিশ্বাস করতে অসুবিধা হয়*
যখন তারা নিজের জীবনের কষ্টের কথা বলে, তখন অনেকে তা বিশ্বাস করতে চায় না।

তারা মাঝেমধ্যে ভুলভাল বা পরস্পরবিরোধী তথ্য দেয়□এটা তাদের মানসিক চাপের ফল।

৩। *পরিবার থেকে আলাদা হয়ে যায়*
অনেক শিশুকে পরিবারের কেউই পাচার করে দেয়। মাদকাসক্ত, পারিবারিক কলহ, অতিদারিদ্র্য, বিবাহ বিচ্ছেদ ইত্যাদি সমস্যা আক্রান্ত পরিবারে এমন ঘটনা ঘটতে পারে।

পাচারের পর আর পরিবারে ফিরে যেতে পারে না বা পারলেও সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়।

৪। *অস্বাভাবিক বা বিপদজনক আচরণ করে*
অনেক সময় তারা হয় খুব চুপচাপ, নয়তো অতিরিক্ত রেগে যায় বা অশ্লীল/উগ্র আচরণ করে। কারও প্রতি অতিরিক্ত ভয়, আসক্তি বা ক্ষোভ দেখা দিতে পারে।
৫। *নিয়ম-শৃঙ্খলা মানতে কষ্ট হয়*
স্কুল, হোস্টেল, হোম, আদালত বা যেকোনো নিয়ম-কানুনযুক্ত জায়গায় তারা খাপ খাওয়াতে পারে না।

তারা অনেক সময় আইন বা কর্তৃপক্ষকে ভয় পায় বা বিরক্ত হয়।

কেস স্টাডি: আলিফার গল্প (ছদ্মনাম)
বয়স: ১৩ বছর
অবস্থান: খুলনার প্রত্যন্ত গ্রাম

আলিফা'র বাবা-মা গরীব। এক প্রতিবেশী "ঢাকায় ভালো চাকরি"র আশ্বাস দিয়ে আলিফাকে নিয়ে যায়। প্রথমে বাসার কাজ, পরে তাকে গার্মেন্টসে কাজ করতে বাধ্য করা হয়। কিছু দিন পর তাকে জোর করে নিয়ে যাওয়া হয় এক "স্পা সেন্টার"-এ, যেখানে তাকে দিনের পর দিন যৌন নির্যাতনের শিকার হতে হয়।

কয়েক মাস পরে পুলিশ এক অভিযানে তাকে উদ্ধার করে।

উদ্ধারের পর কী হয়?

সে কিছুই ঠিকভাবে বলতে পারছিল না।

প্রশ্ন করলে সে থেমে থেমে উত্তর দিতো, কখনো কাঁদত, কখনো চুপ থাকত।

সে ঘন ঘন রেগে যেত, নার্স বা পুলিশকে বিশ্বাস করতো না।

সেফ হোমে গিয়ে সে কারও সঙ্গে কথা বলত না, স্কুলে যেতে চাইতো না।

এই কেসটি আমাদের বোঝায়□
একজন পাচারকৃত শিশুর ভাষা, আচরণ, পরিবার, সমাজ□সব জায়গায় কতটা প্রভাব পড়ে।

শিশু পাচার শুধু একটি অপরাধ নয়, এটি এক শিশুর জীবন ধ্বংস করে দেয়। প্রশিক্ষণে এই বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করা খুব গুরুত্বপূর্ণ□বিশেষ করে যারা উদ্ধার, রক্ষা বা সহায়তার কাজে যুক্ত থাকেন, যেমন পুলিশ, সমাজকর্মী, শিক্ষক বা এনজিও কর্মীরা।

রোল-প্লে স্ক্রিপ্ট: "আলিফার ফিরে আসা"
উদ্দেশ্য:
এই রোল-প্লে'র মাধ্যমে বোঝানো হবে, কীভাবে একজন পাচারকৃত শিশু আচরণ করে, তার মানসিক অবস্থা কেমন হয় এবং একজন সমাজকর্মী বা পুলিশ কর্মকর্তার কীভাবে সহানুভূতির সঙ্গে আচরণ করা উচিত।

পাত্র-পাত্রীরা:
আলিফা – ১৩ বছর বয়সী শিশু (পাচার থেকে সদ্য উদ্ধারকৃত)
নারী পুলিশ অফিসার – উদ্ধার কাজে যুক্ত
সমাজকর্মী (NGO Worker) – হোমে থাকার সময় কাউন্সেলিং ও সহায়তা দেন
হোমের শিক্ষিকা – শিশুকে শেখাতে চায়
নবাগত শিশুর অভিভাবক (সাপোর্টিং চরিত্র) – ঐ হোমেই থাকে

দৃশ্য-১: উদ্ধার-পরবর্তী পুলিশ স্টেশনে
পুলিশ অফিসার (নরম স্বরে): আলিফা, ভয় পেও না। তুমি এখন নিরাপদ জায়গায় আছো। আমরা শুধু জানতে চাই□তোমার সাথে কী ঘটেছিল?

আলিফা (কাঁদতে কাঁদতে): আমি... আমি জানি না... ওরা বলেছিল চাকরি দিবে... তারপর...

পুলিশ অফিসার (সহানুভূতিপূর্ণ ভঙ্গিতে):
ঠিক আছে, তুমি এখনই সব বলতে না চাইলে পারো। আমরা তোমার পাশে আছি। তোমার কিছু খেতে ইচ্ছা করছে?

আলিফা (চুপচাপ বসে থাকে, চোখে পানি)

দৃশ্য-২: হোমে আগমন
সমাজকর্মী: আলিফা, এটা তোমার নতুন রুম। এখানে তুমি বিশ্রাম নিতে পারো। কোনো কিছু লাগলে আমাকে বলবে, ঠিক আছে?

আলিফা: (ঘরের কোণে গুটিশুটি মেরে বসে থাকে, কারো চোখের দিকে তাকায় না)

সমাজকর্মী (হালকা হাসি দিয়ে): তুমি চাইলে এখানে ছবি আঁকতে পারো। কেউ তোমাকে এখন আর আঘাত করবে না।

দৃশ্য-৩: স্কুল ক্লাসে প্রথম দিন
শিক্ষিকা: আলিফা, তুমি কি নাম বলবে? আমরা সবাই বন্ধু হবো।

আলিফা (খুব আস্তে): আমি আলিফা...

হোমের সহপাঠী (কৌতূহলীভাবে): তুমি আগে কোথায় ছিলে?

আলিফা (হঠাৎ রেগে গিয়ে): তোমাকে বলার দরকার নেই! জিজ্ঞেস কোরো না!

শিক্ষিকা (নরমভাবে): আলিফা, চিন্তা কোরো না। এখানে কেউ তোমাকে জোর করবে না।

দৃশ্য-৪: কাউন্সেলিং সেশন
সমাজকর্মী: আলিফা, তুমি অনেক সাহসী। তুমি এত কিছু সহ্য করেছো। আমরা তোমাকে সাহায্য করতে চাই।

আলিফা (নির্বাক কিছুক্ষণ, তারপর ধীরে ধীরে): আমাকে ওরা বলে দিয়েছিল, যদি কিছু বলি তাহলে মারবে... আমি খুব ভয় পাই...

সমাজকর্মী: তোমার ভয়টা আমি বুঝি। কিন্তু তুমি এখন নিরাপদ। তুমি চাইলেই আমরা ধীরে ধীরে তোমার পাশে থাকবো।

শেষ দৃশ্য: ধীরে ধীরে পরিবর্তন
আলিফা (সমাজকর্মীর হাতে আঁকা ছবি দেখিয়ে): আপু, এটা আমি এঁকেছি। এটা আমি আর মা... আগের মতো...

সমাজকর্মী (হেসে): এটা খুব সুন্দর হয়েছে। তুমি ধীরে ধীরে নিজের মতো হয়ে উঠছো, এবং সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

নির্দেশনা প্রশিক্ষকের জন্য:
প্রতিটি চরিত্র আলাদাভাবে অংশগ্রহণ করবে, সংলাপ পড়বে বা অভিনয় করবে।

দৃশ্যের পর অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করা যেতে পারে:
আপনি পুলিশ হলে কীভাবে আরও সহানুভূতিশীল হতে পারতেন?
সমাজকর্মী কোন বিষয়গুলো ভালোভাবে বুঝিয়ে বলেছে?
আলিফার আচরণ থেকে আমরা কী বুঝলাম?

১.৮. মানব পাচারের 'পুশ' ও 'পুল ' ফ্যাক্টরগুলো

মানুষ কেন পাচারের শিকার হয়? এর পেছনে কিছু ‘পুশ’ কারণ (যা মানুষকে তার দেশ বা পরিবেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য করে) এবং কিছু ‘পুল’ কারণ (যা মানুষকে গন্তব্য দেশে বা শহরে টেনে আনে) কাজ করে।

১.৮.১ 'পুশ' ফ্যাক্টর – যারা ঝুঁকিতে থাকে, তাদের কেন পাচারকারীরা সহজে ফাঁদে ফেলতে পারে?

‘পুশ’ মানে ঠেলে দেওয়া কারণ এই কারণগুলো মানুষকে নিজ এলাকা, পরিবার বা দেশ থেকে দুর্বল করে তোলে।

- অজ্ঞতা ও অশিক্ষা – মানুষ জানেই না কীভাবে পাচার হয় বা কীভাবে বাঁচতে হয়।
- দারিদ্র্য – খাদ্য, চাকরি বা চিকিৎসার অভাবে অনেকে যেকোনো সুযোগে রাজি হয়ে যায়।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ – নদীভাঙন, ঘূর্ণিঝড় বা বন্যায় বাড়িঘর হারানো মানুষ ওসহায়ত্বের কারণে পাচারকারীদের খপ্পরে পড়ে।
- পারিবারিক নির্যাতন –এর ফলে অনেকেই ঘর ছেড়ে পালাতে চায়, আর পাচারকারীরা সেই সুযোগ নেয়।
- নারী ও শিশু নির্যাতন – যারা নির্যাতনের শিকার, তাদের পাচার করা সহজ হয়ে যায়।
- অকার্যকর পরিবার – পরিবারে কেউ খোঁজ রাখে না, শিশুরা রাস্তায় বা আত্মীয়দের কাছে থাকে।
- শিশু শ্রমকে স্বাভাবিক ধরা – অনেক পরিবার মনে করে শিশু কাজ করলে সমস্যা নেই।
- যৌতুক ও বাল্যবিবাহ – মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে হলে এদের অনেকে পরবর্তীতে পাচারের শিকার হয়।
- যৌন নির্যাতন – যারা আগেই শিকার হয়েছে, তারা আরও দুর্বল হয়ে পড়ে।

১.৮.২ 'পুল' ফ্যাক্টর – পাচারকারীরা মানুষকে কীভাবে স্বপ্ন দেখায় বা টানে?

‘পুল’ মানে টেনে নেওয়া কারণ গন্তব্য দেশের কিছু সুবিধা বা অলীক স্বপ্ন মানুষকে আকর্ষণ করে।

- যৌন বাণিজ্য – শহরে বা বিদেশে “ভালো চাকরি” নামে প্রতারণা করে মেয়েদের সংগ্রহ করে পতিতালয়ে বিক্রি করে দেওয়া হয় এবং যৌন কাজে বাধ্য করা হয়।
- বার ড্যান্সিং – শহরের নাইট ক্লাবে বা ডান্স বারে নাচের চাকরি দেওয়ার নামে কিংবা সিনেমায় অভিনয়ের স্বপ্ন দেখিয়ে পাচার করা হয়।
- গৃহকর্ম – “আপার বাসায় কাজ দিব” – বলে শিশুদের বাড়িতে নিয়ে নির্যাতন করা হয়।
- কারখানার শ্রমিক – কম বেতনে শিশুশ্রমিক খোঁজা হয়।
- পণ শ্রম – টাকা ধার দিয়ে পরে বাধ্যতামূলক শ্রম করানো হয়।
- মাছ ধরার ট্রলার – শিশুদের দিয়ে কাজ করানো হয়, ফেরা হয় না অনেক সময়।
- জাহাজ ভাঙা শিল্প –কিশোর শ্রমিকদের ব্যবহার করা হয়।
- ভিক্ষাবৃত্তি – শিশুদের হাত-পা ভেঙে শহরে বা বিদেশে ভিক্ষা করানো হয়।
- উন্নত জীবনের স্বপ্ন দেখানো- বিদেশে অল্প পরিশ্রমে অনেক টাকা উপার্জন করা যাবে এবং আরাম আয়েশের জীবন যাপন করা যাবে এমন মিথ্যা স্বপ্ন দেখানো হয়।

কেস স্টাডি: "রাবিয়ার স্বপ্নভঙ্গ"

রাবিয়া ছিল ১৫ বছরের এক কিশোরী। তার বাবা একজন কৃষিকাজের শ্রমিক, মা গৃহিণী। বাড়ি নদীর পাড়ে। কয়েক বছর ধরে নদীভাঙনে তাদের জমি হারিয়ে গেছে। রাবিয়ার স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। একদিন এক

"আপু" তার মাকে বলে – "আপনার মেয়ে ঢাকায় গেলে ভালো কাজ পাবে। বড় লোকের আলিশান বাড়িতে থাকবে; তাদের বাচ্চা দেখা-শুনা করবে। ওখানে অনেক ভালো ভালো খাবার খেতে পাবে।"

রাবিয়ার মা ভেবেছিল, এটাই হয়তো তার মেয়ের ভবিষ্যৎ গড়ার সুযোগ।

রাবিয়াকে ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু কোনো বাসায় কাজ না দিয়ে এক ক্লাবে কাজ করানো হয় – প্রথমে গানের অনুষ্ঠানে, পরে নাচতে বাধ্য করা হয়। পরে সে একদিন সুযোগ বুঝে সে কৌশলে পালিয়ে পুলিশের কাছে সাহায্য চায় ।

কী কী 'পুশ' ও 'পুল' ফ্যাক্টর কাজ করেছে?
পুশ ফ্যাক্টর:
 নদীভাঙন (প্রাকৃতিক দুর্যোগ) দারিদ্র্য শিক্ষার অভাব মেয়েকে কাজে পাঠানোর সিদ্ধান্ত |

পুল ফ্যাক্টর:
 "ভালো কাজের" লোভ শহরের চাকরির প্রলোভন বার ড্যান্সিং ও যৌন বাণিজ্য।

আলোচনার জন্য প্রশ্ন (প্রশিক্ষণার্থীদের সঙ্গে):
১. রাবিয়ার মা কেন এত সহজে রাজি হলেন?
২. আপনি যদি সমাজকর্মী হন, কিভাবে তার মতো পরিবারকে সচেতন করবেন?
৩. 'পুশ' ও 'পুল' ফ্যাক্টর সম্পর্কে এই কেইস থেকে কী শেখা যায়?
৪. আপনার এলাকায় কোন 'পুশ' বা 'পুল' ফ্যাক্টর সবচেয়ে বেশি কাজ করে বলে মনে হয়?

১.৯. মানবপাচারের ক্ষতির ধরণ ও ব্যাপকতা

মানবপাচার থেকে আমরা বা আমাদের দেশ অর্থনৈতিকভাবে লাভবান নয়, বরং ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। মানবাধিকারের গুরুতর লঙ্ঘন, রেমিটেন্স বা প্রবাসী আয়ের হ্রাস, পাচারের অর্থে পাচারকারী দলের শক্তি বৃদ্ধি, পাচারের অপরাধলব্ধ অর্থ বিদেশে পাচার, দেশের জন্য ক্ষতিকর সেবা বা পণ্য ক্রয়, বহি:বিশ্বে দেশের সুনামহানি এসবই আসলে গুরুতর বিষয় । এরপরও এ ধরণের তালিকা থেকে মানবপাচারের ক্ষতির ধরণ ও ব্যাপকতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া কঠিন। মানবপাচার থেকে রেমিটেন্স বা প্রবাসী আয়ের বৃদ্ধি নয়, কেবল হ্রাস কেন, এটাও একটা তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়।

মানব পাচারের ভিকটিমের অর্জিত অর্থ (যদি থাকে) কদাচিৎ বৈধ চ্যানেলে উৎস দেশ বা হোম কান্ট্রিতে আসে। প্রায় শতভাগ ক্ষেত্রেই এ অর্থ যায় বিদেশে অবস্থানরত মানবপাচারকারী কিংবা তাদের সহযোগী হুন্ডি-ব্যবসায়ীদের হাতে। বিদেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানব পাচারকারী নিজেকে হুন্ডি-ব্যবসায়ী পরিচয়ে মানব পাচারের ভিকটিমসহ বৈধ-অবৈধ নির্বিশেষে প্রবাসী শ্রমিকদের কাছ থেকে বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করে (চিত্রে প্রবাহ ১)। এখন সংগৃহীত বৈদেশিক মুদ্রাতো বিদেশেই থেকে যায়। তাহলে , বৈদেশিক মুদ্রা প্রদানকারী প্রবাসী শ্রমিকের হোম কান্ট্রিতে পরিশোধ হবে কি করে?

এ অর্থ যদি বৈধ চ্যানেলে আসে (চিত্র ১.৯.১-এর প্রবাহ ২), তা'হলে এ বৈদেশিক মুদ্রার বিপরীতে অর্থ প্রদান করে অথারাইজড ডিলার (চিত্রে নিয়ামক 'ছ' ও প্রবাহ ৩)। অবৈধ চ্যানেলে আসা নয়, থেকে যাওয়া (চিত্রে প্রবাহ ১ ও ৭) বৈদেশিক মুদ্রার বিপরীতে অর্থ প্রদানের কাজটি কিভাবে হয়? অর্থাৎ হোম কান্ট্রিতে কেউ একজন (দেশী হুন্ডিওয়ালা – নিয়ামক 'ঙ') কোন অর্থ না পেয়ে কেনো কিভাবে প্রবাসী শ্রমিক কিংবা মানব পাচারের শিকার (নিয়ামক 'ক') থেকে বিদেশে সংগৃহীত অর্থ দেশে পরিশোধ করবে?

হোম কান্ট্রিতে এ অর্থ পরিশোধিত হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন অবৈধ পণ্য (যেমন- মাদক) বা অবৈধ সেবার (যেমন- দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অর্থ বিদেশে পাচারের প্রয়োজনে, চিত্রে প্রবাহ ৪) বিপরীতে সংগৃহীত দেশীয় মুদ্রা দিয়ে (৪, ৫ ও ৬) ।

চিত্র ১.৯.১. পাচারের অর্থ প্রবাহ কিভাবে দেশের বারোটা বাজায়?

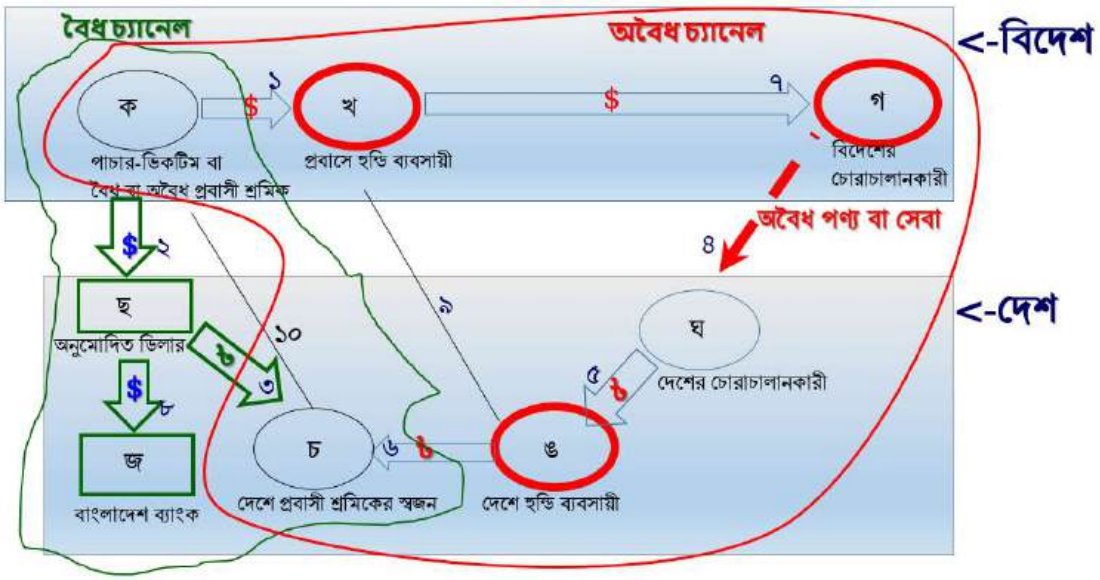

কাজটি যতটা কঠিন ভাবছেন, আসলে তার চেয়েও কঠিন। বিদেশে মানবপাচারকারী বা হুন্ডিওয়ালার সংগৃহীত অর্থের বিপরীতে (চিত্র ১.৯.১-এর প্রবাহ ১) দেশে অর্থের সংস্থান করা না গেলে (চিত্রে প্রবাহ ৬) এ চক্রকে বিচিত্র রকম অবৈধ সেবা বা পণ্যের উপর ভরসা করতে হয় (চিত্রে প্রবাহ ৪ ও ৫)।

ধরুন, লিবিয়ার কিছু মানব পাচারকারী মধ্যপ্রাচ্যের কিছু অবৈধ বা বৈধ দেশীয় শ্রমিক থেকে বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করেছে (চিত্র ১.৯.১-এর নিয়ামক 'খ'); এবং এর বিপরীতে মধ্য-প্রাচ্যে অবৈধ সেবা বা পণ্য প্রদান বা গ্রহণকারী এমন কেউ নেই (চিত্র ১.৯.১-এর নিয়ামক 'ঙ'), হোম কান্ট্রিতে যে অর্থ দেশে পরিশোধের ব্যবস্থা করবে। সেক্ষেত্রে অনেক সময়ই চক্রটি মধ্য-প্রাচ্য থেকে ইউরোপে চাকুরির প্রলোভন দেখিয়ে প্রবাসী বাংলাদেশীদের জড়ো করে তাদেরকে নির্যাতন করে মুক্তিপণের অর্থ সংগ্রহ করে (চিত্র ১.৯.২)

এভাবে জংগী হামলা বা রাষ্ট্র-বিরোধী সহিংসতার জন্য অর্থায়ন অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যাংকিং চ্যানেলে নয়, হুন্ডি চ্যানেলে পরিশোধিত হয়। অতএব, এটা বোধগম্য যে , বিদেশে ভিকটিমকে আটকে রেখে দেশে মুক্তিপণ আদায় করা হলে পরিশোধকৃত মুক্তিপণের অর্থ সাধারণত হুন্ডির মাধ্যমে বিদেশে অবস্থানরত মানবপাচার চক্রের হাতে পৌঁছায়।

চিত্র ১.৯.২. দেশে সংগৃহীত মুক্তিপণের অর্থ কিভাবে বিদেশে পরিশোধিত হয়?

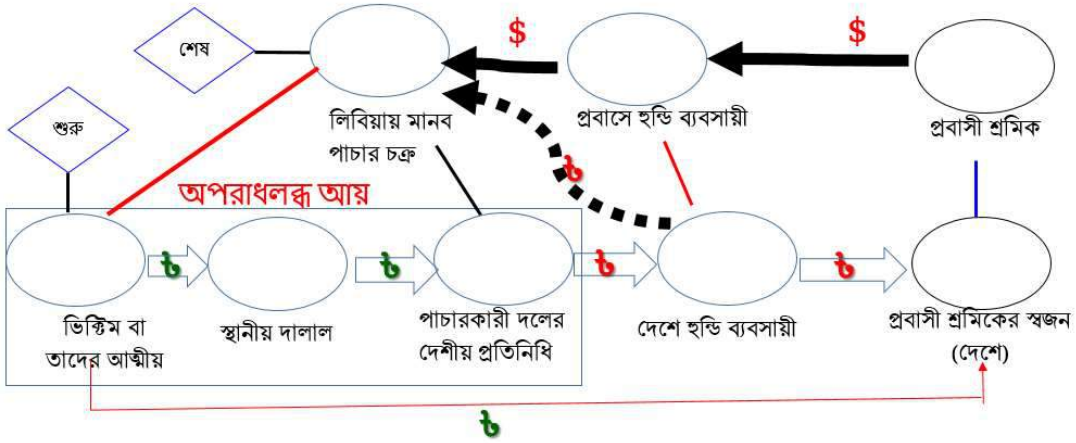

বিদেশে অবস্থানরত হুন্ডি ব্যবসায়ী ভিকটিমের দেশের প্রবাসী শ্রমিকের কাছ থেকে ফরেন কারেন্সি সংগ্রহ করে মানবপাচার চক্রের বিদেশে অবস্থানরত মূল হোতাকে পরিশোধ করে। তার বিপরীতে পাচারের উৎস-দেশের হুন্ডিওয়ালা ('দেশী হুন্ডিওয়ালা') দেশীয় মুদ্রায় প্রবাসী শ্রমিকের (বাংলাদেশী) আত্মীয় -স্বজনকে অর্থ পরিশোধ করেন। তাহলে যা দাঁড়ায়, তা হচ্ছে, অপরাধ লব্ধ আয় বিদেশে পাচার করার জন্য প্রবাসে থাকতে হবে প্রবাসী শ্রমিকের আয়; আর দেশে থাকতে হবে দেশীয় মুদ্রায় অর্থ গ্রহণেচ্ছু প্রবাসী শ্রমিকের স্বজন। তা'ছাড়া রপ্তানি বাণিজ্যে আন্ডার-ইনভয়েসিং কিংবা আমদানি বাণিজ্যে ওভার-ইনভয়েসিংও (ট্রেড বেজড মানি লন্ডারিং) বিপুল পরিমাণ অর্থ পাচারে ভূমিকা রাখে।

চিত্র ১.৯.৩.রপ্তানীকালে আন্ডার-ইনভয়েসিংয়ের মাধ্যমে কিভাবে বিদেশে অর্থ পাচার হয়?

তাই দুর্নীতি, মানবপাচার, মাদকপাচারসহ যে কোনো ট্রান্স-ন্যাশনাল ক্রাইমে অর্থ তথা অপরাধলব্ধ আয়ের প্রবাহ সহজভাবে সচল রাখতে গেলে সে দেশে থাকতে হবে বাংলাদেশের বৈধ বা অবৈধ প্রবাসী শ্রমিক, আন্ডার ইনভয়েসিং-এর জন্য রপ্তানি দ্রব্য, কিংবা ওভার-ইনভয়েসিং-এর জন্য আমদানি দ্রব্য।

চিত্র ১.৯.৪.আমদানীকালে ওভার-ইনভয়েসিংয়ের মধ্যমে কিভাবে বিদেশে অর্থ পাচার হয়?

ঘুষ-দূর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অর্থও বিদেশে হুন্ডির মাধ্যমে পাচার করা হয়। অন্য কথায়, আমরা যখন বলি বা প্রচার করি, এস আলম গ্রুপ বাংলাদেশ থেকে ২০ লক্ষ কোটি 'টাকা' পাচার করে নিয়ে গেছে, আমরা আসলে ভুল বলি। আদতে এস আলম এক 'টাকা'ও 'দেশের বাইরে পাচার' করেনি।

চিত্র ১.৯.৫. বিদেশে অর্থ পাচার

কারণ 'টাকা' বিনিময়যোগ্য মুদ্রা হওয়া স্বত্ত্বেও মোটা দাগে বলা চলে দেশের বাইরে 'টাকা' চলেই না। আসলে, এস আলম দেশের বাইরে (ধরুন, মালয়েশিয়ায়) প্রবাসী শ্রমিকের অর্জিত মহা-মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করে নিয়ে হুন্ডি প্রক্রিয়ায় দেশে অর্জিত কালো টাকা বা দূর্নীতির টাকা প্রবাসী শ্রমিকের আত্মীয়-স্বজনদের পরিশোধ করার ব্যবস্থা করেছে কিংবা ট্রেড বেজড মানি লন্ডারিং করেছে।

আপাত-নিরীহ হুন্ডি প্রক্রিয়ার এ ভয়াবহ দিকটা খুব কম মানুষই খেয়াল করেন। সেটা হচ্ছে, বৈধ চ্যানেলে সংগৃহীত বৈদেশিক মুদ্রার বিপরীতে দেশে দেশীয় মুদ্রায় অর্থ পরিশোধের জন্য যেমন অনুমোদিত ডিলার রয়েছে, অবৈধ চ্যানেলে তথা হুন্ডি প্রক্রিয়ায় সংগৃহীত বৈদেশিক মুদ্রার বিপরীতে হোম কান্ট্রিতে দেশীয় মুদ্রায় অর্থ

পরিশোধের জন্য প্রামাণ্য কোন ব্যবস্থা নেই। হুন্ডিওয়ালাকে ঘুষ, দুর্নীতির মতো অবৈধ সেবা, কিংবা মাদক, পর্নগ্রাফির মতো অবৈধ পণ্যের সেবার মূল্য বিদেশে মহামূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রায় পরিশোধ করে, সেই পণ্য বা সেবার বিপরীতে সংগৃহীত অর্থ দিয়ে হুন্ডির দায় দেশে পরিশোধ করার জন্য বাধ্যতামূলকভাবে নির্ভর করতে হয়।

এবার, উল্টো কথা বলি। দেশে মাদকের কারণে ব্যয় বা ক্ষতি বছরে ১ লক্ষ কোটি টাকা (বা ৩ বিলিয়ন ইউএস ডলার, যা কিনা ৩টি পদ্মা সেতুর নির্মাণ ব্যয়ের সমান) বলে বেসরকারী জরিপে দাবি করা হয়। চিত্র ১.৯.১. বা পরবর্তী মডেলগুলো ব্যবহার করে ভারত, পাকিস্তান, মিয়ানমার বা আফগানিস্থানের মতো দেশে মাদকের এ বিপুল পরিমাণ অর্থ পরিশোধ সম্ভব নয়। কেন? কারণ, এসব দেশে এতো বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জনের মতো প্রবাসী শ্রমিকের সেবা, কিংবা রপ্তানি পণ্য নেই; এমন কি, ওভার-ইনভয়েসিং-এর জন্য এতো বিপুল অংকের আমদানিও নেই! সেক্ষেত্রে, কী করা যায়? খুব সীমিত ক্ষেত্রে 'বাটা' বা দ্রব্য বিনিময় কিংবা কারেন্সী সোয়াপ বা সরাসরি স্থানীয় মুদ্রায় ক্রয় অর্থ পাচারের উপায় হতে পারে।
তবে একটা বড়ো অংশই, সংশ্লিষ্ট চক্রকে অনেক ঝুঁকি নিয়েই উৎস দেশের অর্জিত মুল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা সরাসরি বহন করে পৌছে দিতে হবে, যা কিনা যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ। অতএব, অন্য বিকল্পটি হচ্ছে, বৈদেশিক মুদ্রায় সোনা কিনে তা সরাসরি বহন বা পাচার করা (চিত্র ১.৯.৬.)

চিত্র ১.৯.৬. সোনার দেশে সোনা এলে আমরা কেন রাগ করি?

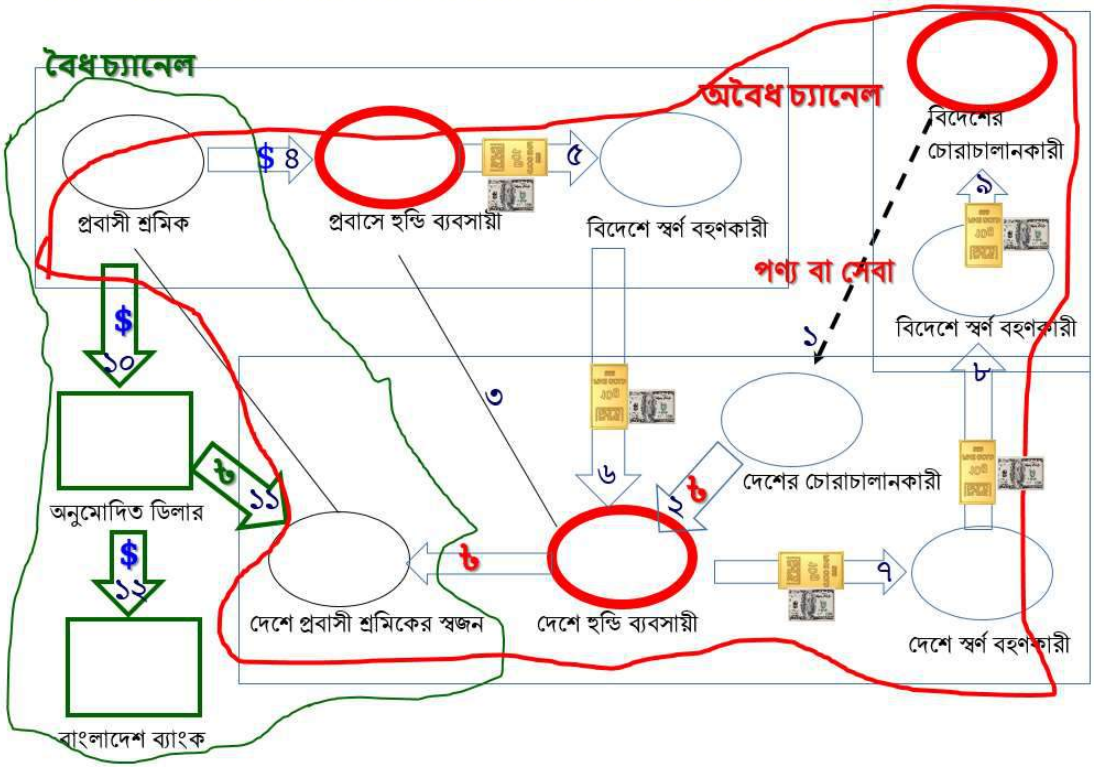

চিত্র ১.৯.৬. দেখে বলুন, দুবাই থেকে ১৫ লক্ষ টাকায় একটা সোনার বাট কিনে ৫০ হাজার টাকা ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে বাংলাদেশে ঢুকে গেলে বাংলাদেশের ক্ষতি কতো?
৫০ হাজার টাকা! ভুল বলেছেন। ১৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা! জ্বী, ভুল শুনেন নি। এবার বলুন, কেন? চিত্র ১.৯.৬. দেখে বুঝতেই পারছেন, এ শনা কেনা হয় মহা-মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে (প্রবাহ ৪ ও ৫), যা কিনা দেশে আসে (প্রবাহ ৬) চলে যাবার জন্য (প্রবাহ ৭, ৮ ও ৯) - পণ্যের মূল্য (প্রবাহ ১) পরিশোধের উদ্দেশ্যে!

যাই হোক, মানব পাচার প্রক্রিয়ায় আদায়কৃত মুক্তিপণের অর্থ কিংবা অন্য যে কোন অর্থ বা অপরাধলব্ধ আয়, হুন্ডির মাধ্যমে বিদেশে পাচার হলে নিম্নবর্ণিত ৩টি ঘটনা ঘটে।

এক, উৎস দেশের বৈধ ও অবৈধ প্রবাসী শ্রমিকের অর্জিত অর্থ বা বৈদেশিক মুদ্রা দেশে আসতে পারে না - বিদেশেই থেকে যায়। আন্তর্জাতিক শ্রম বা পণ্য বাজারে 'দেশীয় শ্রম বা পণ্য-এর বিনিয়োগ' বিফলে যায় বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

দুই, হুন্ডির মাধ্যমে থেকে যাওয়া বৈদেশিক মুদ্রার বিপরীতে উৎস দেশ থেকে অধিকাংশ সময়েই আসে মাদকের মতো ক্ষতিকর পণ্য বা জংগী/অপরাধমূলক কাজে অর্থায়ন হয়। হুন্ডি চ্যানেলে পরিশোধিত অর্থে যেসব সেবা বা পণ্য বাংলাদেশে আসে, তা দিয়ে উন্নয়নমূলক বা ইতিবাচক কিছু যেমন- করোনার টিকা, পদ্মা সেতু কিংবা মেট্রোরেলের কনসালটেন্সি ফী পরিশোধ হয়, এমন সম্ভাবনা প্রায় শুন্য।

তিন, দেশের অর্থনীতি দুর্বল হলেও হুন্ডির মাধ্যমে থেকে যাওয়া বৈদেশিক মুদ্রা দেশ ও বিদেশে অবস্থানরত মানব পাচার দলসহ দেশের স্বার্থবিরোধী দল বা গোষ্ঠীকে অধিকতর শক্তিশালী করে এবং বিপরীতে দেশের শাসন ব্যবস্থাকে ক্রমাগত দুর্বল থেকে দুর্বলতর করে।

মানব পাচারের ভিকটিম কর্তৃক অর্জিত অর্থ যত কম বা বেশিই হোক না কেন তা কদাচিৎ ব্যাংকিং চ্যানেলে আসছে বা আসতে পারছে। সুতরাং, মানবাধিকারের গুরুতর লঙ্ঘন, বহি:বিশ্বে দেশের সুনামহানি এসব বিবেচনায় না এনেও কেবল অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটেও মানবপাচার দেশের ক্ষতি, কেবল ক্ষতিই করছে।

বাংলাদেশে কেবল মাদকের ব্যয় বছরে এক লক্ষ কোটি টাকা বা ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় হয়, যা দিয়ে প্রতিবছর ৩টি করে পদ্মা সেতু তৈরি করা সম্ভব। বাংলাদেশে মানবপাচার জনিত ব্যয়ের কোন পরিসংখ্যান নেই। মানবপাচারের ক্ষতির ধরণ ও ব্যাপকতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার জন্য মানবপাচার অপরাধলব্ধ আয়ের প্রবাহচিত্রকে মাথায় রেখে এখানে দু'টো উদাহরণ তুলে ধরা হলো।

১.৯.১. উদাহরণ ১। ২০০৭ সালে ২ লক্ষ ৭৩ হাজার শ্রমিককে বাংলাদেশ থেকে মালয়েশিয়ায় 'বৈধভাবে' প্রেরণ করা হয়েছিল। রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো অভিবাসন ফি বাবদ অফিসিয়ালি নির্ধারিত ৮৪ হাজার টাকার পরিবর্তে জনপ্রতি ২ বা ২.৫ লক্ষ টাকা বা তার বেশি পরিমাণ অর্থ আদায় করেছে এবং তাদের অনানুষ্ঠানিক হিসাব মতে তারা শ্রমিক প্রতি গড়ে বাংলাদেশী টাকার হিসাবে ১ লক্ষ টাকা করে কেবল গন্তব্য দেশের বিভিন্ন দপ্তরগুলোতে অবৈধভাবে ব্যয় করার জন্য নিয়েছে। তাদের দাবি সত্য হয়ে থাকলে কেবল এক বছর (২০০৭ সালে) একটি দেশে (মালয়েশিয়া) ২,৭৩০ কোটি টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা (সে সময়ের হিসেবে প্রায় ০.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) হারিয়েছে বাংলাদেশ। এই অর্থ অবশ্যই ব্যাংকিং চ্যানেলে বৈধভাবে যায়নি। গিয়েছে হুন্ডির মাধ্যমে। আসলে এই পরিমাণ অর্থ মালয়েশিয়ায় বৈধ বা অবৈধভাবে থাকা প্রবাসী বাংলাদেশীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে তথাকথিত পারিতোষিক প্রদান করা হয়েছে এবং তার বিপরীতে নবীন শ্রমিকদের কাছ থেকে বাংলাদেশে আদায় করা অতিরিক্ত অর্থ বিদ্যমান প্রবাসী শ্রমিকদের আত্মীয় -স্বজনের কাছে পরিশোধ করা হয়েছে। অর্থাৎ এই পরিমাণ অর্থ বাংলাদেশে বৈধ চ্যানেলে আসতে পারেনি; বরং অবৈধভাবে গন্তব্য দেশে রয়ে গেছে। লক্ষ্য করুন, প্রবাসী শ্রমিকদের স্বজনদের কাছে বিলিকৃত ২,৭৩০ কোটি টাকা প্রবাসে গমনেচ্ছু নতুন শ্রমিকদের কাছ থেকেই অতিরিক্ত ফি হিসাবে অবৈধভাবে আদায় করা হয়েছে। সবশেষে, অতিরিক্ত ক্ষতি হিসেবে বাংলাদেশী রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো মালয়েশিয়ার সরকারী দপ্তরগুলো কলুষিত করে ফেলছে এ অজুহাত তুলে মালয়েশিয়ান সরকার পরবর্তী অনেকগুলো বছর বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি আমদানী বন্ধ রাখে।

১.৯.২. উদাহরণ ২। মানব পাচারকারীদের কয়েকটি দল মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে মানসম্মত চাকরিতে নিয়োজিত কিছু প্রবাসী বাংলাদেশীকে ইউরোপে প্রেরণের প্রলোভন দেখিয়ে ইরানে জড়ো করে প্রত্যেকের কাছ থেকে গড়ে ৬ লক্ষ টাকা করে মুক্তিপণ আদায় করেছিল। কেবল ২০১৩ সনেই এ ধরনের ২০০০ শ্রমিককে উদ্ধার করে বাংলাদেশ ফেরত পাঠানো হয়েছে বলে দূতাবাস সূত্রে জানানো হয়েছিল। আমরা যদি শুধু একটি দেশে একটি বছর এই একটি খাতে ক্ষতির হিসাব করি, তবে তা দাঁড়ায় নিম্নরূপ।

এক, ২ হাজার শ্রমিকের প্রত্যেকের বাংলাদেশী স্বজন থেকে গড়ে ৬ লক্ষ টাকা হারে মোট ১২০ কোটি টাকা (সে সময়ের হিসাবে ২ কোটি বা ২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সমপরিমাণ) আদায় করা হয়েছে। বাংলাদেশে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে বা ঋণ করে এসব মুক্তিপণের অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে বলে ২০০০ পরিবারের দারিদ্র বেড়েছে।

দুই, এর সমপরিমাণ অর্থ মধ্যপ্রাচ্যের শ্রমিকদের (আটক করা ভিকটিম শ্রমিক নয়) কাছ থেকে বৈদেশিক মুদ্রায় সংগ্রহ করে পাচারকারী চক্রকে দেয়া হয়েছে এবং একই সাথে বাংলাদেশে দেশীয় মুদ্রায় মুক্তিপণবাবদ আদায় কৃত অর্থ হুন্ডি প্রক্রিয়ায় প্রবাসীদের স্বজনদের কাছে বিলি করা হয়েছে। তার মানে, বাংলাদেশে বৈধ চ্যানেলে ২০ মিলিয় ন মার্কিন ডলার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আসতে পারেনি, অর্থাৎ বাংলাদেশ ২০ মিলিয় ন মার্কিন ডলার পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা হারিয়েছে।

তিন, মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসা এ ২০০০ শ্রমিক ইউরোপে চাকরির প্রলোভনে পড়ে পালিয়ে এসেছে বলে তাদের কেউই পুরনো চাকরি ফেরত পায়নি; অর্থাৎ বাংলাদেশ মধ্যপ্রাচ্যে তার ২ হাজার নিয়মিত চাকুরী হারিয়েছে।

চার, বাংলাদেশে ২০০০ বেকার বেড়েছে।
পাঁচ, দেশে ও বিদেশে বাংলাদেশের সুনাম ও মর্যাদাহানি হয়েছে।

ছয় , ২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ে মানব পাচার চক্র আরও শক্তিশালী হয়েছে, দেশে ও বিদেশে এ চক্রের প্রভাব ও পায়তারা বাড়িয়েছে এবং ভিকটিমদের মধ্য থেকে কিছু লোককে মানবপাচার দলের নতুন রিক্রুট হিসেবে যোগদান করিয়েছে এবং তাদের মাধ্যমে নতুন নতুন ভিকটিম বানানোর পায়তারা অব্যাহত রেখেছে।

সাত, এ ২০০০ ভিকটিমের একটি বড় অংশ পাচারকারীদের তত্ত্বাবধানে থেকে খুব অল্প পয়সায় বা বিনা পয়সায় বিদেশি কারখানা বা প্রতিষ্ঠানে শ্রম দিয়েছে; তাদের বন্ডেড লেবার-এর বিনিময়ে অর্জিত অর্থ পাচারকারীদের হাতেই গিয়েছে; অর্থাৎ তার বিনিময়ে বাংলাদেশ কিছুই পায়নি।

এসব ঘটনার বিপরীতে এমন কোন উদাহরণ দেখানো কঠিন, যেখানে মানব পাচার থেকে দেশ আর্থিক বা অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হচ্ছে ।

১.১০. মানবপাচার, মানবচোরাচালান ও নিরাপদ অভিবাসন

প্রায়শঃই মানব পাচারের সাথে মানব চোরাচালানকে গুলিয়ে ফেলা হয়। মানব পাচারের সাথে মানব চোরাচালানের সবচেয়ে তাপর্যপূর্ণ পার্থক্য হল: চোরাচালানের ক্ষেত্রে সীমান্ত পাড়ি দেওয়ার পর ব্যক্তি স্বাধীনভাবে নতুন দেশে তার ভাগ্য গড়ার দিকে মনোযোগ দেয়। কিন্তু পাচারের ক্ষেত্রে গন্তব্যে পৌঁছেও ভিকটিম ভয়-ভীতি কিংবা ঋণ-দাসত্ব কিংবা অন্য যে কোন কারণে তার মুক্ত চলাচলের স্বাধীনতা হারায়।

মানব পাচার বনাম মানব চোরাচালান

বিষয়	মানব পাচার	মানব চোরাচালান
উদ্দেশ্য	কাউকে ব্যবহার করা বা শোষণ করা (যৌন কাজ, জোরপূর্বক শ্রম ইত্যাদি)।	কাউকে অবৈধভাবে সীমান্ত পার করানো, টাকার বিনিময়ে।
সম্মতি	ভিকটিম সাধারণত প্রতারিত হয়, জোর বা ভয় দেখিয়ে শোষণের শিকার হয়।	ব্যক্তি নিজে রাজি হয়, টাকা দিয়ে সীমান্ত পাড়ি দেয়।
সীমান্ত	দেশের ভিতরে বা বাইরে – দু'ভাবেই হতে পারে।	সব সময় সীমান্ত পার হয়।
গন্তব্যে কী হয়?	শোষণ শুরু হয়□কখনও ছেড়ে দেওয়া হয় না।	পৌঁছানোর পর সাধারণত পাচারকারীর সাথে আর যোগাযোগ থাকে না।
ক্রেতা কারা?	যৌন ব্যবসায়ী, গৃহকর্তা, জাহাজ ভাঙার মালিক ইত্যাদি।	যাত্রার খরচ দেওয়ার ব্যক্তি নিজেই "ক্রেতা"।
অপরাধের প্রকৃতি	মানবাধিকার লঙ্ঘন + জঘন্য অপরাধ।	অবৈধ মাইগ্রেশনের সহযোগিতা। সীমান্ত অতিক্রম করে অবৈধ অনুপ্রবেশের মতো অপরাধ সংঘটন।

মানব পাচার বনাম নিরাপদ অভিবাসন

বিষয়	মানব পাচার	নিরাপদ অভিবাসন
চলাফেরার ধরন	জোর করে বা প্রতারণা করে অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়।	নিজের ইচ্ছায়, আইনি পথে অন্য দেশে যাওয়া।
সম্মতি	শোষণের উদ্দেশ্যে করা হয়, সম্মতি প্রতারণা করে নেওয়া হয় বা সম্মতি থাকেনা ।	ব্যক্তি নিজের সিদ্ধান্তে পাড়ি জমায়।
ফলাফল	ভয়, নির্যাতন, দাসত্ব□সবই ঘটতে পারে।	শিক্ষা, চাকরি, উন্নত জীবন□এসবই লক্ষ্য।
আইনগত অবস্থা	সংঘবদ্ধ ও ঘৃণিত অপরাধ, শাস্তিযোগ্য।	বৈধ, উন্নয়নের এবং শ্রমিকের আন্তর্জাতিক চলাচলের অংশ।
সহায়তা দরকার	আইনি, মানসিক, পুনর্বাসনের সহায়তা দরকার।	তথ্য, সচেতনতা, আইনি পরামর্শ ইত্যাদি পুনর্বাসন নয় বরং শ্রম বাজারের সাথে সংযোগ দরকার।

কেস স্টাডি ১: মানব চোরাচালান বনাম মানব পাচার – দু'টি ভাগ্য

আবু ও রহিম, দু'জন বন্ধু। দুজনেই বিদেশে যেতে চায়।

- **আবু** চেনা দালালের মাধ্যমে মালয়েশিয়ায় যায়। কিছু টাকা দিয়ে সীমান্ত পাড়ি দেয়, পরে সে নিজে কাজ খুঁজে নেয়। তার সঙ্গে আর কেউ জোর করে কিছু করেনি।
  এটা **মানব চোরাচালান**।
- **রহিম** একই দালালের সাথে যায়। কিন্তু সে পৌঁছানোর পর তার পাসপোর্ট কেড়ে নেয়া হয়, জোর করে নির্মাণ কাজে লাগানো হয়, দিনশেষে খাবারও ঠিকমতো পায় না।
  এটা **মানব পাচার**।

পাঠ: মানব চোরাচালানও সেটা অপরাধ, কিন্তু মানব পাচার অনেক ভয়ঙ্কর□এটা শোষণমূলক অপরাধ। আরেকটি কথা, মানব পাচার দেশের বাইরে বা ভেতরেও হতে পারে; কিন্তু মানব চোরাচালান আন্তঃ-সীমান্ত বিষয়, যার উদ্দেশ্য, অবৈধভাবে সীমান্ত পাড়ি দেয়ানোর বিনিময়ে দালাল কিছু অর্থ লাভ করে। তবে, অনেক সময়ই, মানব চোরাচালানও মানব পাচারে রূপান্তর হতে পারে।

কেস স্টাডি ২: রুখসানার সিদ্ধান্ত – মানব পাচার না নিরাপদ অভিবাসন?

রুখসানা একজন ১৯ বছর বয়সী মেয়ে। একদিন একজন পরিচিত মানুষ তাকে বলে□"দুবাইতে এক হোটেলে চাকরি আছে, খুব ভালো বেতন!" কাগজপত্র দেখায়, কিন্তু তার আসল ভিসা ছিল না।

সে যখন পৌঁছায়, তখন দেখে তাকে **জোর করে কাজ করানো হচ্ছে**, বেতনও দেওয়া হচ্ছে না।

এটা মানব পাচার।

অন্যদিকে, রুখসানার এক আত্মীয়া **বিমান অফিস থেকে টিকিট কেটে, পাসপোর্ট-ভিসা করে, শ্রমিক হিসেবে মালয়েশিয়ায় যান**। তার বেতন, কাজের ধরন সবই লিখিত ছিল।

এটা নিরাপদ অভিবাসন।

প্রশিক্ষণের জন্য প্রশ্ন:

১. পাচার ও চোরাচালানের মধ্যে মূল পার্থক্য কী?
২. কেন নিরাপদ অভিবাসন গুরুত্বপূর্ণ?
৩. কিভাবে একজন যুবক/যুবতী পাচারের চক্রান্ত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে?
৪. আপনি হলে একটি ইউনিয়নে কীভাবে সচেতনতা তৈরি করতেন?

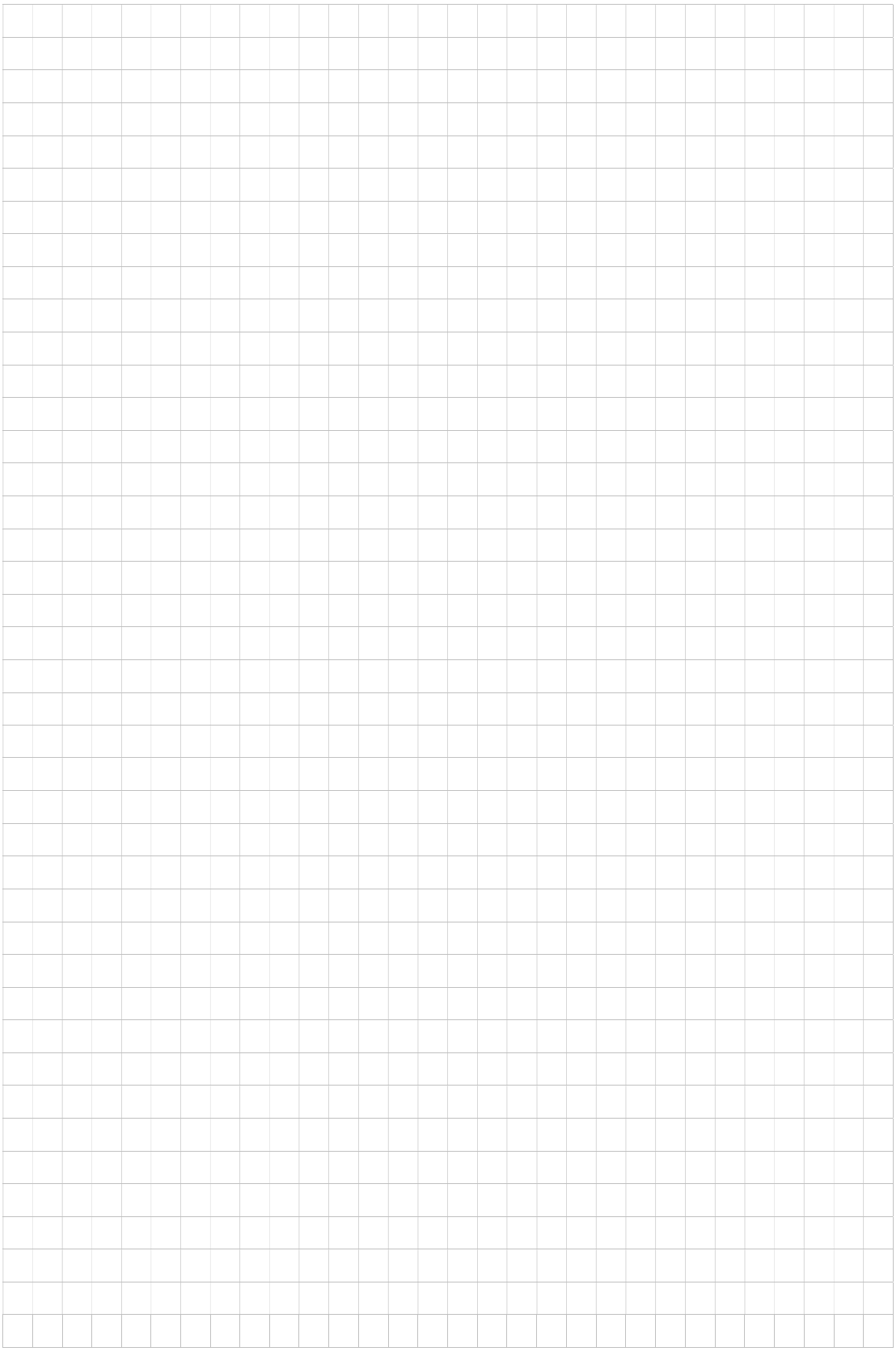

৫. ভিকটিম বাছাই ও শনাক্তকরণ

৫. ভিকটিম বাছাই ও সনাক্তকরণ

৫.১. ভিকটিম কে?

মানব পাচারের একজন ভিকটিম বা ভুক্তভোগী যে কোনও ব্যক্তি হতে পারে। পাচারের ভিকটিম হচ্ছে যাকে তার পরিবার বা সম্প্রদায় বা দেশ থেকে স্থানান্তরিত করে অন্য দেশে কিংবা নিজ দেশের অন্য জায়গা য় নিয়ে শোষণ করা হচ্ছে।

৫.২. বাছাই বনাম সনাক্তকরণ

কোনও ব্যক্তি অথবা একদল ব্যক্তি মানব পাচারের ভিকটিম নাকি নিছক অনিয়মিত অভিবাসী (irregular migrant) তা মূল্যায়ন করার জন্য গৃহীত সমস্ত প্রক্রিয়া নিয়ে ভিকটিম বাছাই ও সনাক্তকরণ প্রক্রিয়া চলে।

ভিকটিম স্ক্রীনিং বা ভিকটিম বাছাই হল সম্ভাব্য ভিকটিমদের সনাক্ত করার জন্য একটি প্রাথমিক পদক্ষেপ, পাচারের পর্যবেক্ষণযোগ্য সংকেত বা সূচকগুলোর উপর ভিত্তি করে একটি দ্রুত, প্রাথমিক মূল্যায়ন; অন্যদিকে ভিকটিম সনাক্তকরণ হলো আরও গভীর এবং আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে বাছাইকৃত ব্যক্তি ভিকটিম কিনা তা নিশ্চিত করা হয় এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তাকে ভিকটিম হিসাবে আইনগত স্বীকৃতি দেওয়া যায়।

- ✓ বাছাই বা স্ক্রীনিংয়ের ফলাফল হল সন্দেহভাজন ভিকটিমকে আরও মূল্যায়নের জন্য পুলিশের কাছে রেফার করা;
- ✓ অন্যদিকে সনাক্তকরণের ফলাফল হল আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যক্তিকে পাচারের ভিকটিম হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে নথিভুক্ত করে তাকে সুরক্ষা এবং পরিষেবাগুলোতে অ্যাক্সেস প্রদান করা।

ভিকটিম বাছাই ও সনাক্তকরণ নিম্নলিখিত কারণে গুরুত্বপূর্ণ:

১. ভুক্তভোগী বা ক্ষতিগ্রস্তদের উদ্ধার করা নিশ্চিত করা;
২. তাদের সময় মত সুরক্ষা ও সহায়তা প্রদান করা;
৩. ভুক্তভোগী বা ক্ষতিগ্রস্তদের অধিকার পুনরুদ্ধার করা;
৪. পাচার প্রক্রিয়া ব্যাহত করা এবং ভুক্তভোগী বা ক্ষতিগ্রস্তদের শোষণ বন্ধ করা এবং
৫. অপরাধীদের সম্পর্কে তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করা ও তাদের বিচার করা।

৫.৩. প্রথম সংযোগকারী বনাম তদন্তকারী পুলিশ কর্মকর্তা

ইংরেজিতে যাকে ফার্স্ট রেস্পন্ডার (First Responder) বা ফ্রন্টলাইন রেস্পন্ডার (Frontline Responder) বলে, বাংলায় তাকে প্রথম সাড়াদানকারী বা সম্মুখ সারির সাড়াদানকারী বলা যায়। ফার্স্ট রেস্পন্ডার বা ফ্রন্টলাইন রেস্পন্ডারের কাজ হচ্ছে, সম্ভাব্য ভিকটিমকে সনাক্ত করে পুলিশের কাছে রেফার করা। আমরা তাকে মানব পাচারের ভিকটিমের সাথে **প্রথম সংযোগকারী** বলব। দৈনন্দিন কাজে মানব পাচারের লক্ষণগুলো পর্যবেক্ষণ ও রিপোর্ট করার জন্য প্রথম সংযোগকারীদের একটি বাধ্যবাধকতা থাকে। তবে প্রথম সংযোগকারীদের ভূমিকা আনুষ্ঠানিকভাবে পাচারের শিকার ব্যক্তিদের সনাক্ত করা নয় ; বরং পাচারের সম্ভাব্য ভিকটিম হতে পারে, এমন লক্ষণযুক্ত মানুষদের চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা পুলিশের নিকট রেফার করা। **পাচারের ভিকটিমকে চুড়ান্ত বা আনুষ্ঠানিক সনাক্তকরণের দায়িত্ব হচ্ছে পুলিশের।**

৫.৩.১. মানব পাচার প্রতিরোধের ক্ষেত্রে, একজন ফার্স্ট রেসপন্ডার বা ফ্রন্টলাইন রেসপন্ডার বা প্রথম সংযোগকারী বলতে এমন ব্যক্তিদের বোঝায় যারা প্রায়ই পাচারের সম্ভাব্য ভিকটিমের সংস্পর্শে আসে। এই প্রথম সংযোগকারীরা পাচারের ভিকটিমদের প্রাথমিক বাছাই এবং সহায়তায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারা প্রাথমিকভাবে তাদের ভূমিকা, দায়িত্ব এবং ভিকটিমদের সাথে মিথস্ক্রিয়ার প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে পাচারের তদন্তকারী পুলিশ কর্মকর্তাদের থেকে আলাদা। প্রথম সংযোগকারী হিসেবে ভূমিকা পালনকারীর কিছু উদাহরণ হচ্ছে-

১. **অভিবাসন এবং সীমান্ত কর্মকর্তা:** অভিবাসন এবং সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের সময় পাচারের শিকার ব্যক্তিদের মুখোমুখি হতে পারে এমন কর্মকর্তারা; যেমন- বিজিবি, কোস্টগার্ড, ইমিগ্রেশন পুলিশ, এমন কি টহল পুলিশ, বিট পুলিশ ও সীমান্ত এলাকায় কিংবা বিমান বন্দর, নৌ/সমুদ্র বন্দর, লঞ্চ টার্মিনাল, বাস টার্মিনাল প্রভৃতি এলাকায় দায়িত্বরত অন্য যে কোন পুলিশসহ আনসার-ভিডিপি, কমিউনিটি পুলিশ ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য।
২. **শিক্ষক এবং শিক্ষাবিদ:** স্কুলের ব্যক্তি যারা ছাত্রদের মধ্যে পাচারের লক্ষণগুলি লক্ষ্য করতে পারে।
৩. **স্বাস্থ্যসেবা পেশাদার**: ডাক্তার, নার্স এবং জরুরী কক্ষের কর্মীরা যারা পাচারের ভিকটিমদের চিকিৎসা করেন।
৪. **সমাজকর্মী:** যারা দুর্বল জনগোষ্ঠীকে সহায়তা এবং পরিষেবা প্রদান করেন।
৫. **বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) কর্মী**: পাচারের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সাথে সরাসরি কাজ করে এমন সংস্থার কর্মী।
৬. **সামাজিক স্বেচ্ছাসেবক:** কমিউনিটি আউটরিচ প্রোগ্রামের সাথে জড়িত ব্যক্তি যারা ভিকটিমদের সনাক্ত করতে এবং সহায়তা করতে পারে।

প্রথম সংযোগকারীদের বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে-

১. **প্রাথমিক যোগাযোগ:** তারা সাধারণত সম্ভাব্য ভিকটিমদের সাথে প্রথম যোগাযোগ করে, প্রায়ই তাদের রুটিন ডিউটি পালনের সময়।
২. **মৌলিক মূল্যায়ন:** পর্যবেক্ষণযোগ্য সংকেত বা সূচকের উপর ভিত্তি করে পাচারের লক্ষণ সনাক্ত করতে প্রাথমিক স্ক্রীনিং পরিচালনা করেন।
৩. **তাৎক্ষণিক সহায়তা:** তাৎক্ষণিক সহায়তা প্রদান করেন, যেমন চিকিৎসা সহায়তা, অস্থায়ী আশ্রয় এবং মানসিক সমর্থন।
৪. **রেফারেল:** সম্ভাব্য ভুক্তভোগীদের আরও মূল্যায়ন এবং সুরক্ষার জন্য পুলিশের কাছে না এনআরএম-এ রেফার করেন।

৫. **সচেতনতা এবং প্রশিক্ষণ:** তারা প্রায়শই পাচারের লক্ষণগুলি চিনতে এবং আরও ক্ষতি না করে কীভাবে যথাযথভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে হয় সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিতে হয়।

৫.৩.২. অন্যদিকে তদন্তকারী পুলিশ কর্মকর্তাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-

১. **তদন্ত**: প্রমাণ সংগ্রহ করতে এবং পাচারকারীদের বিরুদ্ধে মামলা তৈরি করতে বিশদ তদন্ত পরিচালনা করেন।
২. **আইন প্রয়োগকারী:** মানব পাচার সংক্রান্ত আইন প্রয়োগ এবং সন্দেহভাজনদের গ্রেফতার করেন।
৩. **সাক্ষাৎকার:** বিস্তারিত তথ্য পাওয়ার জন্য ভিকটিম, সাক্ষী এবং সন্দেহভাজনদের সাথে গভীরভাবে সাক্ষাৎকার পরিচালনা করেন।
৪. **সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ:** বস্তুগত ও ডিজিটাল সাক্ষ্য-প্রমাণ ও ক্ষেত্র বিশেষে বিশেষজ্ঞ মতামত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করেন।
৫. **প্রসিকিউটরদের সাথে সমন্বয়:** পাচারকারীদের বিচার নিশ্চিত করতে কোর্ট পুলিশ ও প্রসিকিউটরদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেন।
৬. **সুরক্ষা ব্যবস্থা:** তদন্ত এবং আইনি প্রক্রিয়া চলাকালীন ভিকটিমদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন।

৫.৩.৩. প্রথম সংযোগকারীর সাথে তদন্তকারী পুলিশ কর্মকর্তার মূল পার্থক্য হচ্ছে:

১. **মিথস্ক্রিয়ার প্রকৃতি:** প্রথম সংযোগকারীরা সম্ভাব্য ভিকটিমদের তাৎক্ষণিক সুস্থতা এবং নিরাপত্তার দিকে মনোনিবেশ করে, প্রাথমিক যত্ন এবং সহায়তা প্রদান করে; তদন্ত করার সময় পুলিশ কর্মকর্তারা প্রমাণ সংগ্রহ এবং পাচারকারীদের বিচারের দিকে মনোনিবেশ করেন।
২. **কাজের পরিধি:** প্রথম সংযোগকারীরা ফৌজদারি তদন্তে জড়িত নাও হতে পারে তবে ভিকটিমদের সনাক্তকরণ এবং উল্লেখ করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তদন্তকারী কর্মকর্তারা আইনি ও তদন্ত প্রক্রিয়ার সাথে গভীরভাবে জড়িত।
৩. **প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা:** প্রথম সংযোগকারীদের লক্ষণ চিনতে এবং প্রাথমিক সহায়তা প্রদানের জন্য প্রশিক্ষিত করা হয় , যেখানে উপর্যুক্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ ছাড়াও তদন্তকারী পুলিশ কর্মকর্তাদের আইন প্রয়োগ, প্রমাণ সংগ্রহ এবং মানব পাচার সংক্রান্ত আইনি পদ্ধতিতে বিশেষ প্রশিক্ষণ নিতে হয়।
৪. **ধারাবাহিকতা:** প্রথম সংযোগকারীরা প্রায়ই প্রাথমিক, স্বল্পমেয়াদী সহায়তা এবং রেফারেল প্রদান করে; অন্যদিকে তদন্তকারী পুলিশ কর্মকর্তারা দীর্ঘমেয়াদী, বিস্তারিত তদন্ত এবং আইনি প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত থাকে।

মানব পাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রথম সংযোগকারী এবং তদন্তকারী পুলিশ কর্মকর্তা উভয়ই অপরিহার্য, কিন্তু তাদের ভূমিকা স্বতন্ত্র এবং পরিপূরক, তারা নিশ্চিত করেন যে ক্ষতিগ্রস্তরা তাৎক্ষণিক যত্ন পায় এবং পাচারকারীদের বিচারের আওতায় আনা হয় ।

৫.৪. মানব পাচার অপরাধস্থল

মানব পাচার অপরাধস্থল হলো সেই স্থান বা অঞ্চল যেখানে মানব পাচারের কার্যক্রম ঘটে, যেমন ভিকটিম সংগ্রহ, স্থানান্তর/পরিবহন, বা শোষণ করা হয়। ভিকটিম উদ্ধার ও মানবপাচার মামলার তদন্তে অপরাধস্থলের গুরুত্ব অপরিসীম। অপরাধস্থলের নির্দিষ্টতা এবং সেখানে সংগঠিত কর্মকাণ্ডের প্রকৃতি তদন্তকারীদের সঠিক তথ্য ও প্রমাণ সংগ্রহে সহায়তা করে, যা মামলার সুষ্ঠু বিচার প্রক্রিয়ায় অপরিহার্য। এছাড়া, অপরাধস্থলে অপরাধ সংঘটনের পদ্ধতি ও পাচারকারীদের ব্যবহৃত নেটওয়ার্ক সম্পর্কে জানা যায়, যা ভবিষ্যতে এমন অপরাধ প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

৫.৪.১. মানব পাচার অপরাধস্থলের কয়েকটি উদাহরণ

মানব পাচার অপরাধস্থলে সন্দেহভাজন পাচারকারী বা সম্ভাব্য মানব পাচারের ভিকটিম রয়েছে বা থাকতে পারে কিংবা, তাদের অতীত কার্যকলাপের বস্তুগত বা দালিলিক প্রমাণাদি রয়েছে বা থাকতে পারে। উদাহরণ নিম্নরূপ:

১. বর্ডার পয়েন্ট, বিমানবন্দর বা সমুদ্রবন্দর, বাস স্ট্যান্ড, এক দেশ থেকে অন্য দেশে কিংবা এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে প্রবেশ বা প্রস্থানের পয়েন্ট।
২. পতিতাবৃত্তিতে ব্যবহৃত হয় এমন কোন গেস্টহাউস, হোটেল, বার, নাইটক্লাব, ম্যাসেজ পার্লার; কারখানা, খামার, বাড়ি, ক্যাসিনো, সাইবার সেন্টার, অফিস প্রভৃতি;
৩. অবস্থান অর্থ যেখানে ভিকটিমদের রাখা হয়েছে বা হচ্ছে (আশ্রয় দেওয়া); এবং
৪. পরিবহন অর্থ যা ভিকটিমদের পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত যানবাহন, যেমন প্রাইভেট কার, বাস, ট্রেন, নৌকা বা বিমান;
৫. ইমিগ্রেশন পয়েন্ট-সীমান্ত অতিক্রমের জন্য নির্ধারিত স্থান।

৫.৪.২. যেখানে পাচারের ভিকটিম প্রথম সংযোগকারীদের নজরে আসতে পারে

প্রথম সংযোগকারীরা বিভিন্ন স্থানে পাচারের ভিকটিম বা 'ঝুঁকিতে' ব্যক্তিদের মুখোমুখি হতে পারে। এর মধ্যে কিছু এমন জায়গা হতে পারে যেখানে ভুক্তভোগীদের শোষণ করা হতে পারে, উদাহরণস্বরূপ - পতিতালয়, ম্যাসেজ পার্লার, বার, কারখানা, কৃষি অবস্থান, গৃহস্থালির স্থাপনা, ইত্যাদি - যেখানে পাচারের ভিকটিম সকলের চোখের সামনেই লুকিয়ে থাকতে পারে।

অন্যান্য জায়গা যেখানে প্রথম সংযোগকারীদের নজরে পাচারের ভিকটিম আসতে পারে-

১. সীমান্ত চেকপয়েন্ট বা সীমান্তের অরক্ষিত স্থান;
২. অভিবাসন কাউন্টার;
৩. নিয়মিত পুলিশি কার্যকলাপের সময় যেখানে পাচারের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত নাও হতে পারে এমন ঘটনাগুলিতে যোগদান করা (যেমন নথি পরীক্ষা করার জন্য লোক এবং যানবাহন থামানো বা সাধারণ অনুসন্ধানের জন্য, জনশৃঙ্খলা বিঘ্নের প্রতিবেদন ইত্যাদি);
৪. ভুক্তভোগীদের দ্বারা সরাসরি রিপোর্টিং এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের দ্বারা রিপোর্টিংয়ের মাধ্যমে;
৫. আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের কাছে এনজিওদের রেফারেল;
৬. কমিউনিটি পুলিশিং এবং অন্যান্য প্রথম সংযোগকারীদের সাথে কমিউনিটির মিথস্ক্রিয়া বা সংযোগ চলাকালীন;
৭. নিখোঁজ শিশুদের প্রতিবেদনের অনুসন্ধান;
৮. স্বাস্থ্যসেবা সেটিংসের মধ্যে যেখানে ক্ষতিগ্রস্তদের চিকিৎসা সহায়তা/চিকিৎসার জন্য আনা হয় ;
৯. শরণার্থী শিবির এবং অভ্যর্থনা কেন্দ্রে;
১০. পাচারের ভিকটিমদের বিরুদ্ধে ছোটখাট অপরাধ যেমন, পাসপোর্ট-ভিসা ছাড়া ভ্রমণ, ভুল নামে কিংবা জাল পাসপোর্ট বা ভিসায় ভ্রমণ প্রভৃতি অপরাধের প্রমাণ পাওয়া গেলেও তাদের বিরুদ্ধে

এসব অপরাধের কারণে আইনগত ব্যস্থা গ্রহণ করা যাবে না। এতদসত্ত্বেও কারাগার এবং আটক কেন্দ্রে পাচারের ভিকটিম থাকতে পারে।

১১. অন্যান্য জায়গা।

৫.৫. মানব পাচার অপরাধস্থলে গৃহীত পদক্ষেপ-

একটি সম্ভাব্য মানব পাচার অপরাধস্থলে পৌঁছানোর পরে, অফিসার নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলোকে অগ্রাধিকার দিবেন:

১. প্রথম সংযোগকারী হিসাবে আপনার গুরুত্ব মনে রাখুন; আপনি হয়তো একজন ভিকটিমের উদ্ধার বা বাঁচার একমাত্র সুযোগ হয়ে আছেন।
২. আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাগণ - তাদের পুলিশি তদন্ত কৌশলের পাশাপাশি - অবশ্যই মানব পাচারের সংকেত বা সূচক ব্যবহার করে অপরাধস্থল প্রক্রিয়াকরণ করবেন।
৩. সংকেত বা সূচক চিহ্নিত করার পর, কর্মকর্তাদের অবশ্যই প্রচার এড়াতে হবে; ভিকটিমের পরিচয়ের গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে ও নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
৪. ভয়, শত্রুতা, অবিশ্বাস এবং সহযোগিতার অনিচ্ছা - সম্ভাব্য মানব পাচারের ভিকটিমের এমন প্রতিক্রিয়ার বিষয়েও সাড়াপ্রদানকারীদের প্রস্তুত থাকতে হবে।
৫. সন্দেহভাজন পাচারকারীকে সনাক্ত করতে হবে এবং তার কাছ থেকে সম্ভাব্য ভিকটিমদের আলাদা করতে হবে।
৬. শিশুদেরকে অবশ্যই অগ্রাধিকার দিতে হবে, তাদের বয়স নির্ধারণ করতে হবে এবং সমস্ত মিথস্ক্রিয়া এবং কর্মকান্ড শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে পরিচালিত হতে হবে।
৭. সন্দেহভাজন ব্যক্তি, ভিকটিম, অবস্থান, যানবাহন এবং দলিল-পত্রাদির পারস্পরিক যোগসূত্র সনাক্ত করে প্রসিকিউশনের জন্য সাক্ষ্য-প্রমাণাদি সংগ্রহ করতে হবে।

৫.৬. ভিকটিম স্ক্রীনিং টুল বা ভিকটিম বাছাই-উপকরণ

আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের একটি সন্দেহভাজন মানব পাচারের ভিকটিম থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বের করার জন্য একটি স্ক্রিনিং টুল ব্যবহার করা উচিত যা কর্মকর্তাদের পদ্ধতিগতভাবে ভিকটিম বাছাইয়ে সহায়তা করবে। একটি ভিকটিম স্ক্রীনিং টুল নিম্নলিখিত বিষয়গুলো থাকা আবশ্যক:

১। সম্মতি ঘোষণা: সন্দেহভাজন পাচারের শিকার ব্যক্তির নিজেদের বিষয়ে তথ্য প্রকাশ করা বা না করার অধিকার রয়েছে। তাই সাক্ষাৎকারে (স্ক্রিনিং টুল) অংশগ্রহণের জন্য তার স্পষ্টভাবে সম্মতি গ্রহণ করতে হবে। যদি তথ্যটি অন্য সংস্থা বা তৃতীয় পক্ষের সাথে শেয়ার করতে হয়, তবে তাকে অবশ্যই তা অবহিত করতে হবে এবং তার সম্মতি নিতে হবে। স্ক্রীনিং ফর্মে সম্ভাব্য মানব পাচারের ভিকটিমের স্বাক্ষর থাকতে হবে।

২। ভিকটিমের প্রাথমিক পটভূমি ও ডেমোগ্রাফিক তথ্যাদি: উদাহরণস্বরূপ; নাম, লিঙ্গ, জন্মস্থান ও দেশ, শেষ বসবাসের স্থান, জন্ম তারিখ, বয়স, নাগরিকত্ব, জাতি, পরিচয়সূচক দলিল, যেমন পাসপোর্ট, ট্রাভেল পাস, জাতীয় পরিচয়পত্র ইত্যাদি (দলিলের ধরণ, দেশ, সংখ্যা এবং মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখসহ)।

৩। মামলা এবং সাক্ষাৎকার সংক্রান্ত তথ্যাদি: রেফারেলের পদ্ধতি (সেলফ-রেফারেল, ওয়াক ইন, ফ্যামিলি), নৈমিত্তিক পুলিশ কার্যকলাপ, পুলিশ অভিযান এবং টহল, ইমিগ্রেশন/এনজিও বা অন্যদের মাধ্যমে, রেফারিং সংস্থার নাম এবং অবস্থান, স্ক্রীনিং তারিখ এবং অবস্থান, নাম সাক্ষাৎকারকারী,

সাক্ষাৎকারের ভাষা, ব্যবহৃত দোভাষী, দোভাষীর নাম; সম্ভাব্য মানব পাচারের ভিকটিম যদি নাবালক হয়, তাহলে পিতা-মাতা/ অভিভাবকের ঠিকানা এবং বিশদ বিবরণ দিন।

৫.৭. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত মানব পাচার অপরাধের ভিকটিম সনাক্তকরণ নির্দেশিকা:

ভিকটিমদের দ্রুত সুরক্ষা ও সহায়তা প্রদানের সুবিধার্থে ভিকটিম সনাক্ত করণ ও স্ক্রীনিং বা বাছাই মানব পাচারের প্রতিরোধ ও মোকাবিলায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সঠিকভাবে ভিকটিম সনাক্ত করা হলে তাদের পুনর্বাসন ও আইনি সহায়তা প্রদান সহজ হয়, যা তাদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করে এবং পাচারকারীদের বিচারের আওতায় আনতে কার্যকর প্রমাণ সংগ্রহে সাহায্য করে। এছাড়া, এই প্রক্রিয়াটি নীতি নির্ধারণ, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা মানব পাচার প্রতিরোধে সমন্বিত প্রচেষ্টাকে আরও শক্তিশালী করে।

মানব পাচারের অপরাধ ও ভিকটিম সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করণের উদ্দেশ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ২৩-৪-২০২৪ তারিখে প্রকাশিত (এবং সেপ্টেম্বর ২০২৫ এ সংশোধিত) 'মানব পাচার অপরাধ ও অপরাধের শিকার ব্যক্তি সনাক্তকরণ নির্দেশিকা' প্রস্তুত করা হয়েছে যা অভিযোগকারী / ভিকটিম এর সাথে ঘটে যাওয়া অপরাধটি মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন ২০১২ এর ধারা ৩ এর অধীনে সংঘটিত হয়েছে কিনা সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করবে এবং ঘটে যাওয়া মানব পাচার অপরাধের বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যাপারে সংগ্রহযোগ্য তথ্য প্রমাণাদি সংগ্রহে একটি নির্দেশনা পেতে সহায়তা করবে। এই নির্দেশিকা অনুযায়ী একটি অপরাধ মানব পাচার হিসেবে **চিহ্নিত না হলেও সেখানে অন্য কোন আইনের আওতায় ফৌজদারি অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট আইনে মামলা করার ক্ষেত্রে কোন বাঁধা থাকবে না।**

□ অভিযোগকারী/ভিকটিম এর বক্তব্য অনুযায়ী এই নির্দেশিকার "প্রথম অংশ: তথ্য সংগ্রহ" এর তথ্যাদি সংগ্রহ করতে হবে, তারপর তথ্য সংগ্রহকারী নির্দেশিকার "দ্বিতীয় অংশ: মূল্যায়ন" এ প্রদত্ত তিনটি প্রশ্নে টিক চিহ্ন প্রদান করবে। **প্রত্যেকটি প্রশ্নের ক্ষেত্রেই যদি ন্যূনতম একটি করে টিক চিহ্ন পাওয়া যায়, তাহলে অপরাধটি একটি মানব পাচার অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।**

নির্দেশিকাটির উভয় অংশের ছক এ মডিউল শেষে সংযুক্ত করা হল।

□ বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই মানব পাচার অপরাধগুলীতে মুলত ৫ টি পর্যায় বিদ্যমান থাকে –

১। সংগ্রহ (Recruitment),
২। পরিবহন/স্থানান্তর (Transportation),
৩। গন্তব্যস্থল (Destination),
৪। শোষণ/নিপীড়ন (Exploitation/Oppression),
৫। উদ্ধার (Rescue),
৬। প্রত্যাবাসন/বাড়ি ফিরে আসা (Repatriation)।

এই নির্দেশিকাটি ব্যবহারের জন্য ভিকটিমকে মানব পাচার অপরাধের যে পর্যায় পর্যন্ত নেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র সে পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। উধাহরণ স্বরূপ - যদি ভিকটিম সংগ্রহ (Recruitment) পর্যায়ে উদ্ধার হয়ে যায় বা অন্য কোথাও শোষণ বা নিপীড়ন এর উদ্দেশ্যে স্থানান্তর না হয়ে থাকে তাহলে নির্দেশিকার পরবর্তী অংশগুলী, যেমন- পরিবহন/স্থানান্তর (Transportation), "গন্তব্যস্থল (Destination)", শোষণ/নিপীড়ন (Exploitation/Oppression)", প্রত্যাবাসন/ বাড়ি ফিরে আসা (Repatriation)" এর তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন নেই, তবে মানব পাচারের পরিস্থিতির শিকার হওয়ার পূর্বে ভিকটিম উদ্ধার হয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট অভিযুক্ত কর্তৃক শোষণ বা নিপীড়নের উদ্দেশ্যে ভিকটিমকে সংগ্রহ করার ঘটনাটি নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী।

□ ভিকটিমকে যদি পরিবহন/স্থানান্তর (Transportation) পর্যায়ে উদ্ধার করা হয়ে থাকে, তাহলে শুধুমাত্র "গন্তব্যস্থল (Destination)" পর্যায়টি বাদ দেয়া যেতে পারে। যদি ভিকটিম কোন ধরণের শোষণ বা নিপীড়নের শিকার হওয়ার পর উদ্ধার হন এবং পরবর্তীতে বাড়ি ফিরে আসেন তাহলে পরবর্তী পর্যায়গুলীর, যেমন - "উদ্ধার (Rescue)" এবং "প্রত্যাবাসন/ বাড়ি ফিরে আসা (Repatriation)" তথ্য পূরণ করতে হবে।

□ পূরণকৃত নির্দেশিকাটি এজাহার বা পুলিশ রিপোর্ট এর সাথে সংযুক্ত করা যাবে না।

৫.৮. ভিকটিম বাছাই ও সনাক্তকরণে চ্যালেঞ্জ বা প্রতিবন্ধকতাসমূহ

মানব পাচারের ভিকটিম সনাক্তকরণ প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত জটিল। কারণ, আর সব অপরাধের মত মানব পাচারকারীরাও তাদের অপরাধকর্ম লুকোনোর জন্য ও ভিকটিম সনাক্ত করণ প্রক্রিয়াটি কঠিন করে তোলার জন্য সব রকম সতর্কতা অবলম্বন করে। অন্যদিকে ভিকটিমরাও পাচারের শোষণ ও অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে নিজেদের সনাক্ত করায় সহযোগিতার পরিবর্তে প্রথম সংযোগকারীদের কাজকে কঠিন ও জটিল করে তুলতে পারে। অনেক সময়ই মানব পাচারের একজন ভিকটিম বা ভুক্তভোগী কদাচিৎ নিজে থেকে পরিচয় প্রকাশ করে আইন-শৃংখলা বাহিনীর সহায়তা নেয়ার চেষ্টা করে। এর মুখ্য কারণগুলো হচ্ছে-

১. নিজের উপর, কিংবা তার পরিবার বা প্রিয়জনের উপর বল প্রয়োগ বা সহিংসতার হুমকিতে ভিকটিম কখনও কখনও সুযোগ পেলেও আইন-শৃংখলা বাহিনীর সহায়তা নেয়া থেকে বিরত থাকে।
২. স্রেফ বেঁচে থাকার কথিত কৌশল হিসেবে পাচারের ভিকটিম নিজের উপর যা ঘটছে তার সাথে গাঁ ভাসিয়ে দিয়ে তার উপর যা ঘটছে, তা ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করতে পারে।
৩. শিশু ভিকটিমের ক্ষেত্রে নেতিবাচক অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করা বাচ্চাদের কাজ, এমন ধারণা থেকে **'প্রাপ্তবয়স্কদের মতো আচরণ'** করে নিজের কটু অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কথা বলা এড়াতে পারে; এমনকি তাদের অপব্যবহারকারী বা শোষণকারীদের আচরণ অনুকরণ করতে পারে।
৪. নিজেকে ভিকটিম বা শিকার হিসাবে নাও দেখতে পারে;
৫. পাচারকারীর সাথে একটি বিপথগামী সংযুক্তি/সম্পর্ক গড়ে তোলার কারণে **'স্টকহোম সিনড্রোমে'** ভুগতে পারে, যার ফলে ভিকটিম পাচারকারীকে ধরিয়ে দেয়ার পরিবর্তে তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে পারে;
৬. ভুক্তভোগী পাচারকারীদের হাতে ধর্ষণ, মারধর, অপব্যবহার এবং অন্যান্য নানা ধরণের নির্যাতনের শিকার হওয়ার ফলে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পোস্ট-ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার এবং স্মৃতিশক্তি হ্রাসে ভুগতে পারে;
৭. ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতি বিশ্বাসহীনতা এবং তথ্য প্রমাণের অভাব, নির্বাসন অথবা গ্রেফতার হওয়ার ভয়, কারাবাস বা নির্বাসনের ভয় এবং
৮. পাসপোর্ট, ভিসা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় ভ্রমণ দলিল বা নথিপত্র না থাকার কারণে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য উল্টো তাকেই গ্রেফতার করবে, জেলে পাঠাবে কিংবা দেশে ফেরত পাঠাবে এ ভয় থেকেও ভিকটিম কখনো কখনো আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যের সাথে কথা না বলতে পারে;
৯. ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে কিংবা নিজের প্রতি অপরাধবোধ থেকে পাচারকারীকে 'উপকারকারী' হিসেবে দেখে থাকে, এবং এবং তার বিরুদ্ধে কোন কিছু ব্যবস্থা না নিতে চাইতে পারে।

৫.৯. ভিকটিম বাছাই ও সনাক্তকরণের বিভিন্ন পর্যায়

মানব পাচার প্রতিরোধের প্রেক্ষাপটে ভিকটিম বাছাই ও সনাক্তকরণের তিনটি ধাপ হল:

১. প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন
২. প্রাথমিক সাক্ষাৎকার
৩. রেফারেল এবং পরবর্তী পদক্ষেপ

৫.৯.১. প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন

এটি প্রথম পর্যায় যেখানে প্রথম সংযোগকারীরা, যেমন স্বাস্থ্যসেবা কর্মী, সমাজকর্মী, আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা, সীমান্ত রক্ষাকারী সদস্য, বা অভিবাসন কর্মকর্তারা, প্রাথমিকভাবে মানব পাচারের সূচক বা নিদর্শনের ভিত্তিতে ব্যক্তিদের পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন করে। এই পর্যায়ে, প্রথম সংযোগকারীরা লাল পতাকা বা সূচকের ভিত্তিতে একজন সম্ভাব্য মানব পাচারের ভিকটিমকে প্রাথমিকভাবে বাছাই করে পরবর্তী ধাপের জন্য প্রস্তুতি নেয়। মানব পাচারের সূচক বা নিদর্শনের তালিকা পরবর্তী অনুচ্ছেদে দেওয়া হল।

উদাহরণ: স্বাস্থ্যকর্মী বা চিকিৎসক কর্তৃক রোগীর শারীরিক নির্যাতন, অপুষ্টি বা অস্বাভাবিক আচরণের লক্ষণ লক্ষ্য করা। ইমিগ্রেশন অফিসারদের নজরে এমন এক বা একাধিক ব্যক্তি পড়ে, যারা অন্যদের নিয়ন্ত্রণে চলছে বলে মনে হয় ; কিংবা যার ভ্রমণের গল্পটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, যেমন- একজন নিম্ন আয়ের মানুষের ট্যুরিস্ট বা ভ্রমণ ভিসা নিয়ে কোন উন্নত দেশে যাওয়া বা একাধিক দেশে ভ্রমণ করতে যাওয়া।

৫.৯.২.প্রাথমিক সাক্ষাৎকার

যদি প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ সন্দেহের উদ্রেক করে, তবে আরও তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি প্রাথমিক সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় । এই সাক্ষাৎকারটি সাধারণত সংক্ষিপ্ত হয় এবং এর লক্ষ্য হল পরিস্থিতির আরও মূল্যায়ন না করে বা সম্ভাব্য পাচারকারীদের সতর্ক না করে। প্রাথমিক সাক্ষাৎকারটি ব্যক্তির পরিস্থিতি, ভ্রমণের ইতিহাস এবং তার উপর সম্ভাব্য নিয়ন্ত্রণ কিংবা জবরদস্তির বিষয়ে উপলব্ধির প্রয়াস নেয়।

উদাহরণ:স্বাস্থ্যকর্মী বা চিকিৎসক তার রোগী নিরাপদ বোধ করছেন কিনা, তারা অন্য কারো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে কিনা এবং তাদের সাহায্যের প্রয়োজন কিনা তা মূল্যায়ন করার জন্য একটি সংক্ষিপ্ত, সংবেদনশীল সাক্ষাৎকার পরিচালনা করে। আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা সম্ভাব্য ভিকটিম বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিটি তাদের বর্তমান পরিস্থিতি ছেড়ে যেতে স্বাধীন কিনা, তারা কীভাবে তাদের বর্তমান অবস্থানে পৌঁছেছে এবং তাদের পাসপোর্ট, টিকেট কার কাছে আছে তা বোঝার জন্য হুমকি সৃষ্টি করেনা এমন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। সমাজকর্মী সম্ভাব্য ভিকটিম বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির জীবনযাত্রা এবং কাজের অবস্থা সম্পর্কে আরও জানতে এবং যদি তাদের পরিবার বা বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ করার স্বাধীনতা থাকে তবে কথোপকথনে জড়িত হয় ।

প্রাথমিক সাক্ষাৎকার থেকে বোঝা যায়, উদ্দিষ্ট ব্যক্তি পাচারের শিকার কিনা, কিংবা পাচারের ঝুঁকিতে আছে কিনা। পাচারের মামলা স্ক্রীন করার ও সনাক্ত করার জন্য শিশু বা প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির সাথে আরও আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার নেয়ার দায়িত্ব পুলিশের; অন্যদিকে অন্যান্য পরিষেবা প্রদানকারীরা শিশুদের সাথে যোগাযোগ করতে পারে যদি তারা পাচারের ঘটনা, কিংবা কোন শিশুর পাচারের ঝুঁকিতে পড়ার ঘটনা কিংবা কোন শিশুর নিপীড়ন, সহিংসতা বা শোষণের শিকার হওয়ার দিকে যাচ্ছে বলে মনে করেন। এই আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার/যোগাযোগ শিশুর বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়ায় সহায়ক হবে।

৫.৯.৩. রেফারেল এবং পরবর্তী পদক্ষেপ

যদি প্রাথমিক সাক্ষাৎকার সম্ভাব্য পাচারের ইঙ্গিত দেয়, তবে ব্যক্তিকে আরও গভীর মূল্যায়ন এবং সহায়তার জন্য বিশেষ পরিষেবাগুলিতে উল্লেখ করা হয় । এই পর্যায়ে আনুষ্ঠানিক ভিকটিম সনাক্তকরণ, আইনি প্রক্রিয়া এবং ব্যাপক সহায়তা পরিষেবার বিধান জড়িত। উদ্দেশ্য হ'ল পাচারকারীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার সময় শিকারের সুরক্ষা এবং মঙ্গল নিশ্চিত করা।

উদাহরণ: আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা একটি বিশদ তদন্ত এবং ভিকটিমকে সুরক্ষা প্রদানের জন্য বিশেষায়িত মানব পাচার ইউনিটের কাছে মামলাটি রেফার করে। সামাজিক পরিষেবা যেমন আশ্রয়, চিকিৎসা সেবা, আইনি সহায়তা এবং কাউন্সেলিং অফার করে এমন এনজিও বা সরকারি সংস্থার সঙ্গে ভিকটিমকে সংযুক্ত করে। শিশু সুরক্ষা পরিষেবায় নিশ্চিত করা হয় যে শিশু ভিকটিমকে নিরাপদ পরিবেশে রাখা হয়েছে এবং বয়স-উপযোগী যত্ন এবং সহায়তা পাচ্ছেন।

এই তিনটি পর্যায় অনুসরণ করে-প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন, প্রাথমিক সাক্ষাৎকার এবং রেফারেল এবং পরবর্তী ধাপগুলি-প্রথম সারিতে উত্তরদাতা এবং আইন প্রয়োগকারীরা কার্যকরভাবে মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিদের স্ক্রীনিং এবং সনাক্ত করতে পারে, নিশ্চিত করে যে তারা প্রয়োজনীয় সুরক্ষা এবং সহায়তা পায়।

পাচারের সংকেত বা সূচক সম্পর্কে জ্ঞান প্রথম সংযোগকারী কর্মকর্তাদের মানব পাচারের ভিকটিম এবং পাচারকারীর প্রোফাইল তৈরি করার সক্ষমতা প্রদান করে। যাইহোক, শুধুমাত্র সংকেত বা সূচকগুলোই চূড়ান্তভাবে বলে দিবে না যে, এখানে একটি পাচারের ঘটনা ঘটেছে। স্ক্রিনিং প্রক্রিয়ায় প্রাথমিকভাবে প্রথম সংযোগকারী কর্তৃক পাচারের ভিকটিম বলে মনে হলে পুলিশ সনাক্তকরণ প্রক্রিয়া চালু করবে এবং ঘটনাটি আদতেই মানব পাচার কিনা তা নিশ্চিত হবে।

৫.১০. ভিকটিম বাছাই প্রক্রিয়ায় প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়নের জন্য সূচক তালিকা

মানব পাচার প্রতিরোধের প্রেক্ষাপটে ভিকটিম বাছাইয়ে প্রথম সংযোগকারীর প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন বিভিন্ন ধরণের সূচক বা সংকেত বিবেচনায় আনা হয়। নিম্নে এ সব সূচক সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হল।

৫.১০.১. পাচারের সাধারণ সংকেত বা সূচক

পাচারকারীরা তাদের অপরাধ লুকানোর জন্য অনেক চেষ্টা করে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি পাচারের সাথে সম্পর্কিত কতিপয় সাধারণ সংকেত বা সূচক পর্যবেক্ষণ করে পাচার প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে সম্ভাব্য শিকার বা মানব পাচারের ভিকটিম সনাক্ত করে থাকে।

১. **ভুক্তভোগীর লিঙ্গ:** লিঙ্গ বৈষম্য, সমাজের মধ্যে অবস্থান এবং নেতিবাচক রীতিনীতি এবং মনোভাবের কারণে নারী ও মেয়েরা পাচারের ঝুঁকিতে বেশি থাকে। ছেলে এবং পুরুষরা সশস্ত্র সংঘাতে জোরপূর্বক নিয়োগ পাওয়ার এবং বিশেষ ধরণের শ্রম শোষণের জন্য লক্ষ্যবস্তু হওয়ার ঝুঁকিতে বেশি থাকে।

২. **শিকারের বয়স:** পাচারের উদ্দেশ্য এবং শোষণের ধরণের উপর নির্ভর করে ভিকটিমের বয়স গুরুত্বপূর্ণ। ক্লায়েন্টের চাহিদার কারণে যৌন শোষণের ক্ষেত্রে, পাচারকারীরা সাধারণত তরুণ ভিকটিমকে পছন্দ করে। শিশু সৈনিক এবং নববধূ হিসাবে শিশুরা সশস্ত্র সংঘাতের লক্ষ্যবস্তু হয় , কারণ তাদের সহজেই মগজ ধোলাই করা যায় এবং নিয়ন্ত্রিত শ্রম শোষণের ক্ষেত্রে, চাহিদা তরুণ এবং শক্তিশালী ভিকটিমদের জন্য যারা উৎপাদনশীল এবং কঠোর শ্রমের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারে। ভিক্ষাবৃত্তি এবং বেচাকেনার জন্য, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী এবং ছোট শিশুরা সহানুভূতি অর্জন করতে সক্ষম হয় এবং তাই তারা পাচারকারীদের কাছে বেশি লাভবান হয় ।

৩. **উৎপত্তিস্থল:** পাচারের ভিকটিমদের সাপ্লাই চেইন পাচারকারীদের উপর নির্ভর করে যারা ভিকটিমদের বিদ্যমান দুর্দশাকে পুঁজি করে মানব পাচারের অবৈধ ব্যবসা চালিয়ে যায়। ভিকটিমদের দারিদ্র্য, সংঘাত, মানবিক সংকট, পারিবারিক সহিংসতা বা বিচ্ছেদ, মানসিক অশান্তি বা একাকীত্ব, লিঙ্গ বৈষম্য, সুযোগের অভাব, অর্থনৈতিক দুর্দশা থেকে উন্নত জীবনের জন্য মানুষের দুর্বলতা, আশা ও স্বপ্নকে পুঁজি করে পাচারকারীদের ব্যবসা চলে।

৪. **শেষ অবস্থান**: আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সংস্পর্শে আসার আগে ভিকটিমদের শেষ অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ। যদি ভিকটিম একই উৎস থেকে উদ্ভূত হয় বা একটি পরিচিত স্থানীয় পাচারের স্থান বা ট্রানজিট পয়েন্ট থেকে আগত হয়, তাহলে এটি আইন প্রয়োগকারীর জন্য একটি ট্রিগার হিসাবে কাজ করবে যাতে তদন্ত করা যায় যে ব্যক্তিটি মানব পাচারের ভিকটিম-এর কোনও প্রোফাইলের সাথে খাপ খায় এবং একটি সম্ভাব্য মানব পাচারের ভিকটিম কিনা।

৫. **অপব্যবহার:** একজন ব্যক্তির উপর শারীরিক নির্যাতনের চিহ্ন লক্ষণ পাচারের সংকেত বা সূচক হতে পারে। কিন্তু, আঘাত বা শারীরিক নির্যাতনের কোন চিহ্ন না থাকলে অফিসারদের ধরে নেওয়া উচিত নয় যে একজন ব্যক্তিকে পাচার করা হয় নি।

৬. **ডকুমেন্টেশন**: প্রায়শই, পাচারের ভিকটিম(রা) অন্য ব্যক্তির পরিচয় বা ভ্রমণ নথি ব্যবহার করে। ভ্রমণ ডকুমেন্টেশনের অভাব এবং জালিয়াতি পরিচয়পত্র বা ভ্রমণ নথি পাচারের শক্তিশালী সংকেত বা সূচক ।

৭. **পরিবহন:** একজন ব্যক্তিকে কীভাবে পরিবহন করা হচ্ছে পাচারের ইঙ্গিত দিতে পারে; উদাহরণ স্বরূপ, যদি শিশুদের স্কুলে পড়ালেখার জন্য বা "বাড়ি ফেরার জন্য" পরিবারের অ-পরিবারের সদস্যদের দ্বারা পরিবহন করা হয় , অথবা যদি গ্রামের অল্পবয়সী মেয়েদের নিয়োগ করা হয় এবং "শহরে কর্মসংস্থানের জন্য" পরিবহন করা হয় ।

আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তারা - নিয়মিত তাদের ভূমিকা এবং কার্যকলাপের কারণে -পরিবহনের সময় পাচারের শিকার ব্যক্তিদের সংস্পর্শে আসেন। তাই পাচারের সংকেত বা সূচকগুলো সম্পর্কে তাদের সচেতন থাকা উচিত এবং এই সংকেত বা সূচকগুলোকে দৈনন্দিন পুলিশের কার্যকলাপের অংশ হিসাবে ব্যবহার করা উচিত।

৫.১০.২. ভিকটিমকে বাছাই ও চিহ্নিতকরণের জন্য সংকেত বা সূচক তালিকা

কিছু বাহ্যিক সংকেত থেকে অনেক সময়ই মানব পাচারের ভিকটিমকে সহজে চিহ্নিত করা যায়। নিচে এসব সংকেত বা সূচকের বিবরণ দেয়া হলো। এই সংকেত তালিকা পূর্ণাঙ্গ নয়; প্রথম সংযোগকারী কর্মকর্তারা নিজেদের মাঠ পর্যায়ে লব্ধ অভিজ্ঞতার সাথে বর্ণিত সংকেত-তালিকাকে অনুসরণ করে কাজ করবেন।

১। পাচারের বাহ্যিক সংকেত বা সূচক

১. ডকুমেন্টেশনের অভাব:
একটি দেশে কিছু লোক অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করছেন, অর্থাৎ, তার কাছে কোনো পরিচয়পত্র বা ভ্রমণ নথির দখলে নেই বা অন্য কোন ব্যক্তির দেয়া নকল কাগজপত্র রয়েছে;

২. অর্থ ও নথিপত্রের নিয়ন্ত্রণ:
একসাথে ভ্রমণকারী একটি দলের নেতা যদি দলের অন্যান্য সকল সদস্যের টাকা-পয়সা ও ভ্রমণ নথি-পত্রাদি নিয়ন্ত্রণ করছে বলে মনে হয় , তবে সে একজন পাচারকারী হতে পারে।

৩. মানসিক অবস্থার লক্ষণ:
ভয়, উদ্বেগ, বিষণ্নতা, বশ্যতা, উত্তেজনা, অস্থিরতা, যন্ত্রণা, উদ্বেগ, অস্বস্তি, মানসিক কষ্টের লক্ষণ দেখায়, বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে;

৪. আইন প্রয়োগকারীর ভয়:
সম্ভাব্য ভিকটিম বিশেষ করে আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের দেখে ভয় পায় এবং পরিবারের নিরাপত্তার জন্য একটি অধিকতর ভয়ের অনুভূতি প্রকাশ করে;

৫. ভাষাগত বৈশিষ্ট্য:
একটি স্বতন্ত্র উচ্চারণ এবং কথ্য ভাষা থাকতে পারে;

৬. শেখানো বুলি:
তথ্য প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক কিন্তু কথোপকথনে আত্মবিশ্বাসী, যা দেখে মনে হয় শেখানো বুলি আওড়াচ্ছে;

৭. অস্পষ্ট তথ্য:
গন্তব্য বা বাড়ির ঠিকানা সম্পর্কে অস্পষ্ট তথ্য দেয়া;

৮. তথ্য না জানা:
একত্রে ভ্রমণকারী দলের সদস্যদের একে অন্যের নাম না জানা বা পরস্পর সম্পর্কে কোনো তথ্য না জানা;

৯. বয়সের বৈষম্য:
দম্পতিদের মধ্যে যথেষ্ট বয়সের বৈষম্য; শিশুরা তাদের চেহারার চেয়ে বড় বলে দাবি করা;

১০. শারীরিক আঘাতের চিহ্ন:
শরীরে দৃশ্যমান আঘাতের চিহ্ন, যেমন ছুরি, বন্দুক, লাঠির আঘাতের ফলে দাগ, কাটা, ক্ষত, পোড়া ইত্যাদির কারণে চিহ্ন দেখা যায়;

১১. অসামঞ্জস্য পোশাক:
দামি / চটকদার জামাকাপড়, আনুষাঙ্গিক (যেমন একটি মোবাইল ফোন থাকা) বা জুতা পরিহিত অবস্থায় অস্বস্তিকর দেখায়;

১২. মাদকাসক্তির লক্ষণ:
অ্যালকোহল বা ড্রাগের প্রভাবে আছে বলে মনে হয় ;

১৩. সাংস্কৃতিক পার্থক্য:
একসাথে ভ্রমণকারী একটি দলের মধ্যে, চোখে পড়ার মতো সাংস্কৃতিক পার্থক্য বা চেহারাতে অসমতা; সংকেত

৫.১০.৩. শোষণের ধরন অনুযায়ী পাচার-ভিকটিমের সাধারণ সংকেত বা সূচক

প্রথম সংযোগকারীগণ নিম্নলিখিত সাধারণ সংকেত অনুসরণ করে মানব পাচার অপরাধ ও ভিকটিমকে সনাক্ত করবেন:

১. যৌন শোষণ

যৌন শোষণের শিকার:

১. বিভিন্ন বয়স এবং লিঙ্গ;
২. ম্যাসেজ পার্লারে পতিতা বা এসকর্ট হিসাবে কাজ করা;
৩. অরক্ষিত বা সহিংস যৌনতা প্রত্যাখ্যান করতে পারে না;
৪. একজন দালাল ও সর্দারনীর উপস্থিতি;
৫. অনুষ্ঠানস্থলের জন্য আবহাওয়ার সাথে সংগতিবিহীন অনুপযুক্ত পোশাক কিংবা যৌন-উত্তেজক পোশাক;
৬. শারীরিক উত্তেজক ড্রাগ বা পদার্থ অপব্যবহারের লক্ষণ;
৭. অপুষ্টিতে ভুগছে;
৮. ট্যাটু কিংবা মালিকানার কোন ধরণের চিহ্ন;
৯. দীর্ঘ সময় কাজ করে, কোন দিন ছুটি নেই এবং যেখানে তারা কাজ করে সেখানেই ঘুমায়;
১০. দলগতভাবে ভ্রমণ; এবং
১১. তারা যে অর্থ উপার্জন করে তার উপর কোন অধিকার বা নিয়ন্ত্রণ না থাকা।

২. শ্রম শোষণ

শ্রম শোষণের শিকার:

১. মিথ্যা প্রতিশ্রুতি বা চাকরিতে নিয়োগ করা হয় ;
২. নিয়োগকর্তার সাথে ঋণ-বন্ধন অবস্থায় আছেন;
৩. একটি সংকীর্ণ পরিবেশে একাধিক ব্যক্তির সাথে বসবাস;
৪. সাধারণত পাচারের সাথে যুক্ত সেক্টরে কাজ করা;
৫. খাদ্য, উপযুক্ত পোশাক, স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যবিধি উপকরণের মতো মৌলিক পরিষেবাগুলিতে কোনও প্রবেশগম্যতা নেই;
৬. সম্পদের উপর কোন অধিকার বা নিয়ন্ত্রণ নেই;
৭. অতিরিক্ত ঘন্টা কাজ করে, কোন দিন ছুটি নেই;
৮. নিয়ন্ত্রিত চলাফেরা এবং চলাফেরায় নিয়ন্ত্রণ বা বিধিনিষেধ; এবং
৯. নিয়োগকর্তার কাছ থেকে মৌখিক বা শারীরিক নির্যাতন, সহিংসতা এবং হুমকির শিকার হওয়া।

৩. গার্হস্থ্য সেবা

গার্হস্থ্য দাসত্বের শিকার:

১. একটি পরিবারের সাথে বসবাস করে, কিন্তু তাদের সাথে খায় না; সকলের খাওয়া শেষে উচ্ছিষ্ট বা অবশিষ্ট খাবার দেওয়া হয়;
২. ভাগ করা জায়গা য় বা অনুপযুক্ত স্থানে ঘুমায়, যেমন স্টোররুম, রান্নাঘর বা বাচ্চাদের ঘর;
৩. স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে অক্ষম এবং পরিবার বা প্রিয়জনের সাথে সীমিত যোগাযোগ;
৪. মৌখিক এবং শারীরিক নির্যাতন, অপমান এবং হুমকির শিকার হয় ; এবং
৫. বাড়িতে থাকাকালীন যৌন নির্যাতন বা সহিংসতার শিকার হয়।

৪. ছোটখাটো অপরাধ, ভিক্ষাবৃত্তি এবং পেডলিং

ছোটখাটো অপরাধের শিকার, ভিক্ষাবৃত্তি এবং ব্যবসা:

১. শিশু, বয়স্ক ব্যক্তি বা প্রতিবন্ধী বা অভিবাসী পাবলিক স্পেসে ভিক্ষা করছে;
২. শিশুরা অবৈধ ওষুধ বিক্রি বা বহন করছে;
৩. শারীরিক প্রতিবন্ধকতা আছে যা অঙ্গচ্ছেদের ফল বলে মনে হয় ;
৪. শিশু বা বৃদ্ধ দলবদ্ধভাবে চলাফেরা করছে;
৫. একটি তত্ত্বাবধানকারী অনুষঙ্গী হয় ;
৬. যদি তারা নির্দিষ্ট পরিমাণ বা আইটেম ছাড়া ফেরত আসে তবে শাস্তি বা অপব্যবহার করা হয় ; এবং
৭. একটি নির্দিষ্ট স্থানে এবং সময়ে ধারাবাহিকভাবে উপস্থিত থাকে।

৫.১০.৪. শিশুদের পাচারের সুনির্দিষ্ট সংকেত বা সূচক

বর্ডার পুলিশ (এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের) জন্য বিশেষ সংকেত বা সূচক যে একটি শিশু পাচার হতে যাচ্ছে কিংবা পাচার হওয়ার 'ঝুঁকিতে' রয়েছে-

১. শিশুটি পাসপোর্টে প্রদত্ত বয়স বলে মনে হয় না (অর্থাৎ, বড় বা কম বয়সী বলে মনে হয়);
২. শিশুটি বলে যে পাসপোর্টে তার বা তার আলাদা নাম বা অন্যান্য ব্যক্তিগত বিবরণ আছে;
৩. একটি শিশু সঙ্গীহীন এবং একটি স্বীকৃত স্কুল, গির্জা বা ক্রীড়া সংস্থা দ্বারা আয়োজিত দলীয় পরিদর্শনে তাকে অংশগ্রহণ না করতে দেখা যায়;
৪. যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে গন্তব্যে পৌছার পর কেউ তার সাথে দেখা করবে কিনা, শিশুটি বলে তাকে একটি টেলিফোন কল করতে হবে;
৫. শিশুটি তার পাসপোর্ট দেখাতে পারে না;
৬. শিশুটি 'সঙ্গীহীন' বা 'বিচ্ছিন্ন';
৭. শিশুটিকে ভীত দেখায় এবং এমনভাবে আচরণ করে যা তাদের বয়সের শিশুদের সাধারণ আচরণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় ;
৮. একজন প্রাপ্তবয়স্কের যখন দাবি করেন যে তিনি শিশুটিকে সঙ্গীহীন "পেয়েছেন";
৯. শিশু সহগামী প্রাপ্তবয়স্ককে পিতামাতা হিসেবে পরিচয় না দিয়ে চাচা, চাচাতো ভাই, ইত্যাদি আত্মীয় হিসাবে উপস্থাপন করে;
১০.ভিন্ন জাতীয়তার লোকের সাথে পাওয়া শিশুকে অবৈধ দত্তক কিংবা পাচার হিসেবে সন্দেহ করতে হবে।

৫.১০.৬. সংকেত বা সূচক দেখে পাচারের ভিকটিম বাছাইয়ে প্রথম সংযোগকারীকে যা মনে রাখতে হবে-

১. সম্ভাব্য ভিকটিমের সাথে সাক্ষাৎকারে ভিকটিম-বান্ধব সাক্ষাৎকার-কৌশল ব্যবহার করবেন
২. ভুক্তভোগী কোনভাবেই ভয় পাচ্ছেন না নিশ্চিত করবেন।
৩. মনে রাখবেন, সঙ্গীহীন শিশুরা মানব পাচারের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।
৪. আরও মনে রাখবেন, কোন সন্দেহ উপেক্ষা করবেন না। কাউকে পাচার হতে যাওয়ার ঝুঁকিতে ছেড়ে না দিয়ে আপনার সন্দেহের উপর কাজ করা সবসময়ই বুদ্ধিমানের কাজ।

৫.১১. প্রথম সংযোগকারীদের জন্য কিছু নির্দিষ্ট সংকেত বা সূচক এবং গাইডিং প্রশ্ন

১. মানব পাচারের উৎস হিসেবে পরিচিত স্থান থেকে আসা কিনা?
২. কেন এবং কিভাবে আপনি আপনার দেশ/বাড়ি ছেড়েছেন?
৩. আপনি আপনার দেশ/বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার পর থেকে কী ঘটেছে?
৪. এখানে আসার আগে আপনি অন্য কোন দেশ অতিক্রম করেছেন?
৫. আপনি কি আপনার গন্তব্য বেছে নিয়েছেন/জানেন?
৬. আপনি কিভাবে এই দেশে/স্থানে এলেন?
৭. কেউ কি আপনার ব্যক্তিগত নথি যেমন আইডি নিয়েছে এবং রেখেছে? কার্ড বা পাসপোর্ট?
৮. আপনি কিভাবে ভ্রমণ খরচ পরিশোধ করেছেন?
৯. আপনি বা অন্য কেউ আপনার ভ্রমণের ব্যবস্থা করেছেন?
১০. এখানে আসার আগে আপনি কী আশা করেছিলেন?
১১. আপনার জীবনযাত্রার অবস্থা বা এখানে চাকরি সম্পর্কে আপনাকে কী প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল?
১২. অভিবাসী ভ্রমণের বর্ণনায় অসঙ্গতি, গল্পে ফাঁকা, উৎপত্তিস্থল থেকে গন্তব্যে যাওয়ার পথ সম্পর্কে সচেতনতার অভাব পরিলক্ষিত হয় কিনা?
১৩. তার মাইগ্রেশনের গল্প পরিবর্তন করা, এড়িয়ে যাওয়া, অস্বীকার করা, পরিস্থিতিকে ছোট করা, একই এলাকার অন্যান্য অভিবাসীদের মতো একই গল্প বলা
১৪. যদি গ্রুপের অংশ হিসেবে ভ্রমণ করেন, তাহলে দলের অন্য সদস্যদের চেনেন না
১৫. কোন দেশে আছে জানেন না
১৬. গন্তব্যের দেশে জীবন সম্পর্কে অবাস্তব বা মিথ্যা প্রত্যাশা রয়েছে, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দ্বারা প্রতারিত হয়েছে
১৭. গন্তব্যের দেশে তাদের পরিবহনের জন্য পাচারকারীদের দ্বারা অর্থ প্রদান করা হয়েছে, যা তাদের গন্তব্যে কাজ করে বা পরিষেবা প্রদান করে ফেরত দিতে হবে
১৮. একজন ব্যক্তি সীমান্ত ক্রসিং বা অন্য চেকপয়েন্টে অন্য ব্যক্তির পরিচয় এবং ভ্রমণের নথিপত্র উপস্থাপন করছেন
১৯. সন্দেহভাজন শিকার এবং প্রতারণামূলক পরিচয় বা ভ্রমণ ডকুমেন্টেশনের ডকুমেন্টেশন বা ভ্রমণ নথির অভাব
২০. একজন প্রাপ্তবয়স্কের দ্বারা করা দাবী যে তিনি একজন সঙ্গীহীন শিশু "পেয়েছেন" কিংবা শিশুকে তার পিতামাতার ছাড়া অন্য কোন থেকে আত্মীয় (চাচা, চাচাতো ভাই, ইত্যাদি) থেকে "পেয়েছেন" হিসাবে উপস্থাপন করেন।

৫.১২. পাচারকারীদের ভিকটিম নিয়ন্ত্রণ কৌশলের সংকেত বা সূচকসূমহ

১. সর্বদা একজন ব্যক্তি বা একটি গোষ্ঠীর সাথে, এক থেকে এক সাক্ষাৎকারে অনিচ্ছুক (অপ্রাপ্তবয়স্কদের জন্য, প্রাপ্তবয়স্কদের স্থায়ী সঙ্গী এবং অজানা প্রাপ্তবয়স্কদের সাথে কথা বলা নিষেধ)
২. আপনি কি আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদন করতে বা পরিষেবা অফার করতে বাধ্য হয়েছিলেন?
৩. আপনি চলে যাওয়ার চেষ্টা করলে বা আপনার কাজের কথা প্রকাশ করলে কেউ কি আপনাকে বা আপনার পরিবারকে হুমকি দিয়েছে?
৪. আপনি কি কোনোভাবে আহত হয়েছেন?
৫. আপনি যে অর্থ উপার্জন করেন তাতে কি আপনার অ্যাক্সেস আছে?
৬. এটা কি ঋণ পরিশোধ করতে ব্যবহৃত হয় ?
৭. আপনার কাছে মোবাইল ফোন আছে? কে সিম কার্ড কিনেছে? আপনি যখনই চান সিম কার্ড পরিবর্তন করতে পারেন?
৮. আপনি কি একা বাইরে যেতে বা অন্য ব্যক্তির সাথে কথা বলতে পারবেন? যদি হ্যাঁ, কোন শর্ত আছে?
৯. অন্য লোকেরা কি আপনার কর্মস্থলে যেতে পারে বা প্রবেশাধিকার সীমাবদ্ধ?
১০. দরজা এবং জানালা কি লক করা আছে যাতে আপনি যে জায়গা থেকে কাজ করেন/বাস করেন সেখান থেকে আপনি একা যেতে পারবেন না?
১১. আপনি কি কোন হোস্ট? যদি হ্যাঁ হয়, কোন শর্ত আছে? আপনি কি খাবার, পানি বা ঘুম থেকে বঞ্চিত হয়েছেন? আপনাকে কি খাওয়া, পান, ঘুমাতে বা বাথরুমে যেতে অনুমতি চাইতে হবে?
১২. অন্য ব্যক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রণের চিহ্ন (চলাচলের সীমিত স্বাধীনতা, অন্য কারো কাছে ব্যক্তির ব্যক্তিগত নথি রয়েছে বা তাকে মিথ্যা নথি দেওয়া হয়েছে);
১৩. মনে হয় যে ব্যক্তি আগে কী বলতে হবে তার নির্দেশনা পেয়েছিলেন;
১৪. একা এবং স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারে না, সবসময় এমন একজনের সাথে থাকে যে তাদের পক্ষে কথা বলে;
১৫. ভয় বা উদ্বেগ দেখান / লক্ষণ দেখান যে, তার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে, ক্রমাগত এমন একজনের দিকে তাকায় যে মনে হয় তাকে দেখছে;
১৬. স্থানীয় ভাষার সাথে অপরিচিত?
১৭. দৃশ্যমান আঘাতের চিহ্ন (ঘা, কাটা, পোড়া, নির্দিষ্ট ট্যাটু, কাজ সম্পর্কিত আঘাত ইত্যাদি) চিকিৎসার জন্য পূর্বে চিকিৎসা সেবার অ্যাক্সেস ছাড়াই, অনিচ্ছুক বা ব্যাখ্যা করতে অক্ষম যে কীভাবে তিনি আহত হয়েছেন;
১৮. বিচ্ছিন্নতা, বন্দীত্ব বা নজরদারি অবস্থা রয়েছে কিনা;
১৯. কর্তৃপক্ষের প্রতি নিন্দার হুমকি/ পরিবার, সম্প্রদায় বা জনসাধারণকে জানানোর হুমকি;
২০. তাদের উপার্জনের কোন অ্যাক্সেস নেই।

৫.১৩. প্রাথমিক বাছাই সাক্ষাৎকার বা স্ক্রীনিং ইন্টারভিউ

প্রথম সংযোগকারী কর্তৃক কোন ব্যক্তিকে মানব পাচারের শিকার হিসেবে সন্দেহ করা হলে, তাকে প্রাথমিক সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্যে রেফার করা হয়। মানব পাচারের ক্ষেত্রে প্রাথমিক বাছাই সাক্ষাৎকার বা স্ক্রীনিং ইন্টারভিউর উদ্দেশ্য হল, কোনো ব্যক্তিকে পাচার করা হয়েছে বা করা হচ্ছে বলে সন্দেহ করার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে কিনা তা সনাক্ত করা।

ব্যক্তি পাচারের শিকার হওয়ার লক্ষণগুলি প্রদর্শন করে কিনা তা মূল্যায়ন করার জন্য প্রাথমিক বাছাই সাক্ষাৎকার বা স্ক্রীনিং ইন্টারভিউ নেয়া হয়। এই সাক্ষাৎকার টি সাধারণত সংক্ষিপ্ত হয় এবং আরও পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য বিস্তারিত তদন্তের প্রয়োজন আছে কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয়। আদর্শভাবে পুনরায় ট্রমাটাইজেশন প্রতিরোধ এবং তাদের মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করা বা অক্ষুন্ন রাখার জন্য, সনাক্তকরণ প্রক্রিয়া চলাকালীন শিশু ভিকটিমের সাক্ষাৎকার একাধিকবার নেওয়া উচিত নয় ।

একটি বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত পেশাদারের দ্বারা একটি একক, ব্যাপক সাক্ষাৎকার পরিচালনা করাই সর্বোত্তম অনুশীলন হিসেবে বিবেচিত হয়। প্রাথমিক বাছাই সাক্ষাৎকার সীমিত প্রকৃতির এবং তাই এটি উন্মুক্ত প্রশ্ন ব্যবহার করে একটি 'নিয়ন্ত্রিত কথোপকথন' হিসাবে পরিচালিত হওয়া উচিত।

৫.১৩.১. সাক্ষাৎকার/যোগাযোগের আগে

একটি আনুষ্ঠানিক স্ক্রীনিং সাক্ষাৎকারের আগে প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপগুলো নিম্নরূপ-

১. নিশ্চিত করুন ইন্টারভিউ/মিথস্ক্রিয়া একটি নিরাপদ এবং শান্ত জায়গা য় পরিচালিত হবে। উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যান এবং স্বস্তিতে রাখুন।
২. শুরুতেই সাক্ষাৎকারের জন্য একটি সহায়ক পরিবেশ সেট করুন, যা ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক তৈরিতে সহায়ক হবে।
৩. যে ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে তার নিজ লিঙ্গের মানুষের সাথে কথা বলতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন কিনা দেখুন।
৪. দরকার হলে একজন উপযুক্ত দোভাষী়র উপস্থিতি নিশ্চিত করুন।
৫. প্রয়োজনে শিশু-বান্ধব যোগাযোগে প্রশিক্ষিত একজন কাউন্সেলর/শিশু সুরক্ষা বিশেষজ্ঞের সহায়তা নিন।
৬. স্পষ্টভাবে এবং সহজভাবে নিজের পরিচয় দিন এবং আপনার ও আপনার প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।
৭. সাক্ষাৎকার শুরুর আগে যার সাক্ষাৎকার নিবেন তাকে প্রশ্ন করার সুযোগ দিন।
৮. মৌলিক গোপনীয়তার নীতিগুলো ব্যাখ্যা করুন।
৯. তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে সাড়া দিন (যেমন, জরুরী চিকিৎসা, শারীরবৃত্তীয় এবং মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা)।
১০. কথা বলার আগে সম্ভাব্য পাচারকারীদের কাছ থেকে 'ঝুঁকিতে থাকা' ব্যক্তিকে পৃথক করুন (সম্ভাব্য পাচারকারীদের থেকে সম্ভাব্য ভিকটিমকে আলাদা করা প্রয়োজন কারণ পাচারকারীর হুমকি বা জবরদস্তির ভয়ে তার সামনে সম্ভাব্য ভিকটিম প্রকাশ্যে মুখ খুলবে না)।

৫.১৩.২. সাক্ষাৎকার/যোগাযোগের সময়

১. যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিশ্বাস এবং সম্পর্ক স্থাপন করুন। তাকে আপনি উপকার করছেন বা সহায়তা করছেন এমন ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করুন।
২. সনাক্তকরণ প্রশ্ন সাক্ষাৎকারে সীমিত ও অন্তর্ভুক্ত রাখুন।
৩. প্রাথমিক প্রশ্নে শিশুর জীবনী সংক্রান্ত তথ্যাদি (নাম, বয়স, জন্ম তারিখ, ঠিকানা) জেনে নিন।

৪. মানব পাচারের বিভিন্ন উপাদান (কাজ, উপায়, উদ্দেশ্য) সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করুন।
৫. নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর, জাতীয়তা, পরিবহন, সহযাত্রী ব্যক্তি ইত্যাদি বিষয়ে স্পষ্ট এবং বিস্তারিত নোট নিন।
৬. সাক্ষাৎকার নেওয়া ব্যক্তির দেহভাষা ও অ-মৌখিক যোগাযোগের খেয়াল করুন ও নোট নিন।
৭. আপনার সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়াকে সহায়তা করতে পারে, এমন নির্দেশক তালিকা ব্যবহার করুন (উপরের তালিকা দেখুন)।
৮. শিশুর সাক্ষাৎকার শুধুমাত্র একবারই নেওয়া উচিত।

মানব পাচারের অপরাধ ও ভিকটিম সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করণের উদ্দেশ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ২৩-৪-২০২৪ তারিখে প্রকাশিত ‘মানব পাচার অপরাধ ও অপরাধের শিকার ব্যক্তি সনাক্তকরণ নির্দেশিকা’ পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে দেইয়া হলো।